জাঁ পল সার্ত

নিঃশব্দ নরকে

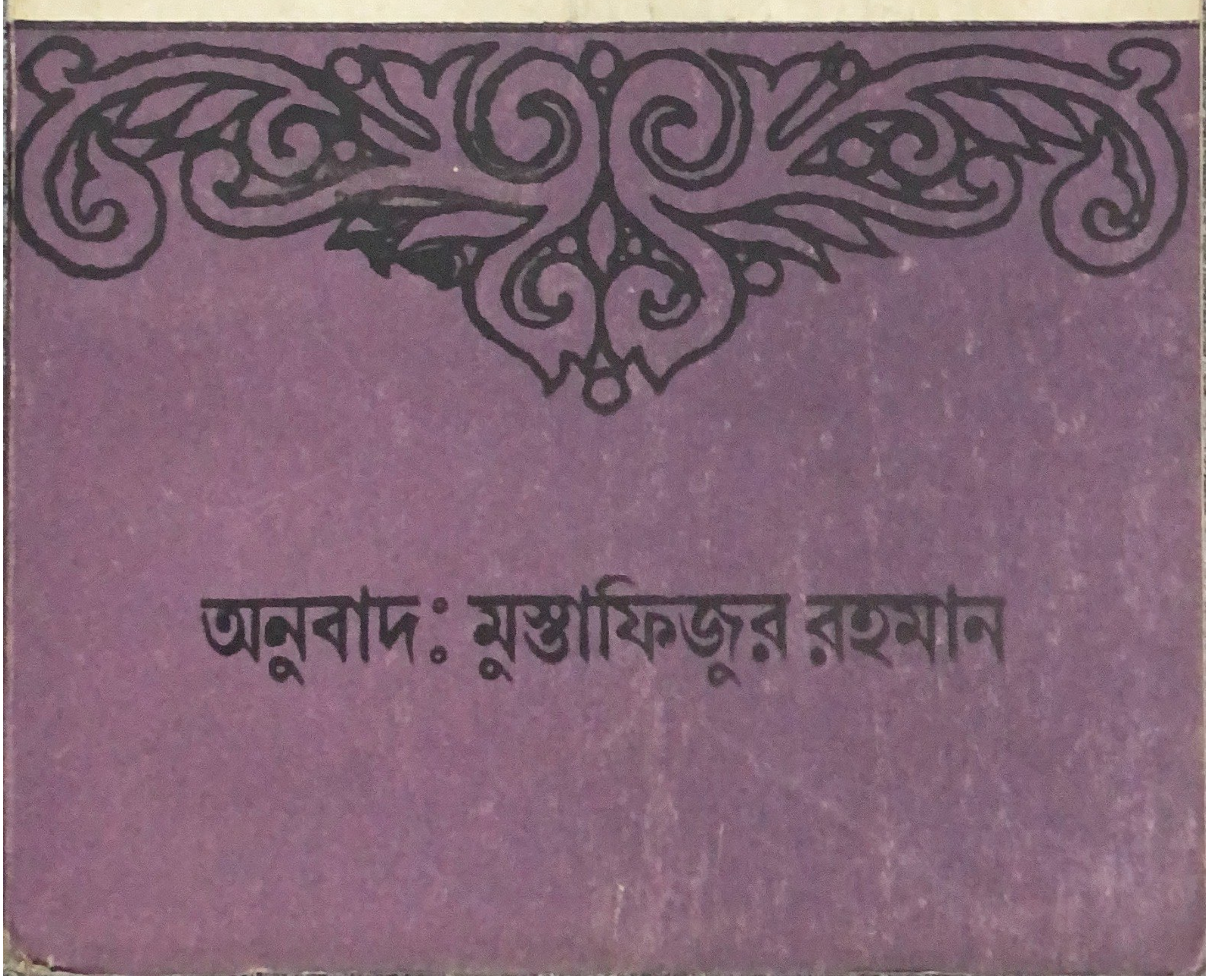

অনুবাদ: মুস্তাফিজুর রহমান

নিঃশব্দ নরকে

[মূলঃ জঁা পল সার্ত]

অনুবাদ

মুস্তাফিজুর রহমান

মুক্তধারা

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ১৯৭৬

প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

শিল্পী ঃ
লুৎফুল হক

মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

মূল্য ঃ ছয় টাকা

NISHABDA NARAKE
(A Translation of Jean Paul Saatre's drama)
Translated by Mustafijur Rahman
MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]
74 Farashganj
Dacca—1
Bangladesh
Price: Taka 6·00

চরিত্র লিপি ঃ

(১) ইয়াসিন
(২) অনীতা
(৩) ইলা
(৪) রহিম

[ড্রয়িংরুম। বিশাল ব্রোঞ্জের মূর্তি অদূরে শোভিত]
[চাকর বা বেয়ারা রহিমের সংগে ইয়াসিন ঘরে ঢোকে]

ইয়াসিন : হুঁ। শেষ পর্যন্ত এখানে ?

রহিম : জি হাঁ।

ইয়াসিন : আর এটা কি দেখতে এমনিই ?

রহিম : জি।

ইয়াসিন : নবাব আমলের আসবাবপত্র, দেখি···ঠিক, ঠিক, কেউ সময় সময় ব্যবহার করে।

রহিম : কেউ করে, কেউ করে না।

ইয়াসিন : অন্য ঘরগুলোও কি এমনি ?

রহিম : তা কি করে হবে ? সব জাতের লোক আসেতো, এই যেমন ইংরেজ, চীনা, জাপানী। ওদের নবাবী আমলের চেয়ার কি দরকার ?

ইয়াসিন : আমারই যে এগুলোর দরকার আছে তুমি কি করে ভাবলে ? তুমি জান আমি কে ?···যাক এটা তেমন বড় ব্যাপার কিছু নয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এমন একটা জাঁক-জমকের মধ্যে, এমন হামবড়া ভাব নিয়ে থাকতাম যে সেটা আমি নিজেই পছন্দ করতাম না। শেষে সেটাই ভাল লেগে গেছিল। নবাবের খাবার ঘরে হামবড়া ভাব নিয়ে···ওখানকার ধরনধারণ জানা আছে ? হ্যাঁ,

একটা ব্যাপার আছে, বুঝলে। আসলে বুঝলে বোগাসের সেরা বোগাস।

রহিম : আর নবাবের ড্রয়িংরুমে থাকুন দেখবেন এখানেও ব্যাপার আছে।

ইয়াসিন : তাই নাকি ?…হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বলতে পারি…তবু, এমনটা…মানে আমি আশা করিনি ! ওখানে আমাদের ওরা কি বলে জানো ?

রহিম : কি ব্যাপারে ?

ইয়াসিন : এই…মানে, [ঘাড় নেড়ে] এই বাড়ীটার ব্যাপারে।

রহিম : তাই নাকি ? কিন্তু স্যার, এমন গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করেন কি করে ? এমন লোকে হয়তো বলেছে যে জীবনে কোনদিন এখানে আসেনি। হ্যাঁ, তবে নিশ্চয় যদি তারা…

ইয়াসিন : ঠিক। [দুজনেই হেসে ওঠে, ইয়াসিনের হাসি অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যায়] কিন্তু, নির্যাতনের সেই যন্ত্রপাতিগুলো কোথায় সব ?

রহিম : কি বললেন ?

ইয়াসিন : ওই যে কাঠগড়া, গরম সাঁড়াশী আরও যেন কি কি ছিল ?

রহিম : আপনি সত্যি রসিক লোক, স্যার। আপনার রসিকতা চমৎকার।

ইয়াসিন : রসিকতা ? আরে, না, না। [ক্ষণ স্তব্ধতা। ঘরে ঘুরে বেড়ায়]। আয়না নেই দেখছি। জানলা নেই। শুধু মনে মনে কল্পনা করে নিতে হবে। আর ভাঙার মতোও কিছু নেই। [প্রচণ্ড

রাগে ফেটে পড়ে] জাহান্নামে যাক সব, আমার ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু হয়েছে। দাঁতের ব্রাশটাই হয়তো দেয়নি !

রহিম : চমৎকার ! তাহলে আপনি ওটা এখনো ভুলতে পারেননি···ওই-যে-কি বলেন আপনারা ? মানে আত্মসম্মান জ্ঞান। হেসে ফেলেছি মাফ করবেন।

ইয়াসিন : [রাগে চেয়ারের হাতলে ঘুষি মেরে] আর একটু ভদ্র হও। আমি জানি কোন জলে পড়েছি আমি, কিন্তু তাই বলে কিছুতেই বরদাশ্‌ত্‌ করব না···

রহিম : দুঃখিত, স্যার ! অন্যায় কিছু বলতে চাইনি। কিন্তু সব অতিথিরা একই প্রশ্ন করেন। যতো সব আজগুবি প্রশ্ন, মাফ করবেন, স্যার। সবাই প্রথমে জিজ্ঞেস করে। নির্যাতন কুঠরী কোথায় ? আমি হলফ করে বলতে পারি, স্নানঘরের জিনিসপত্র নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু, কিছুক্ষণ পর, যখন খেয়াল হয়, তখন জিজ্ঞেস করে ব্রাশট্রাশ ইত্যাদি সব কোথায়। আল্লা ভালো করুক, হুজুর আপনিও কি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারেন না ? আমার আসল কথা হচ্ছে, আপনার দাঁত মাজার কথাটা অন্তত ভাবুন।

ইয়াসিন : হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। [ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখে] তবু মানুষ আয়নায় নিজের মুখ দেখতে চায় কেন ? কিন্তু পিলসুজের উপর ঐ যে ব্রোঞ্জের মূর্তি, ওটাও একটা কাহিনী। এমনও সময় আসবে যখন ওটার দিকেই আমাকে নিষ্পলক চেয়ে থাকতে হবে। নিষ্পলক চোখে—বুঝেছ কি

বলছি? ঠিক আছে, টেবিলে তাসগুলো বিছাও। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, আমি আমার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। কেমন মনে হচ্ছে, বলব? একটা মানুষ ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে, খাবি খাচ্ছে, আঁকুপাঁকু করছে, পানির উপরে ভাসছে শুধু চোখ দুটো। আর কি দেখতে পাচ্ছে? একটা ব্রোঞ্জের বিভীষিকা—কি যেন লোকটার নাম? প্রেতসিদ্ধ। অদ্ভুত সংগ্রহ। নিশি পাওয়ার মতো। কি আইডিয়া, তাই না?…না, উত্তর দেওয়া বোধ হয় তোমার নিষেধ, ঠিক আছে তোমার উপর জোর প্রয়োগ করতে চাই না। কিন্তু স্মরণ রেখো, বাছাধন, আমার সামনে কি আসছে সে সম্পর্কে আমার পরিষ্কার ধারণা আছে। অতএব বেকুব মনে করো না। অবস্থার মোকাবেলা আমি করছি—মোকাবেলা। [ঘরে পায়চারী শুরু করে] তাহলে তাই, দাঁতের ব্রাশ নেই। আর বিছানাও নেই, অর্থাৎ কিছুই নাই। বুঝতে পারছি, কেউই ঘুমাবেনা। তাইনা?

রহিম : ঠিকই।

ইয়াসিন : ঠিক এটাই ভেবেছিলাম। কেন ঘুমাবে? একটা তন্দ্রাভাব চুপি চুপি নেমে আসবে, কানের কাছে ফিস ফিস করবে, আর মনে হবে যেন চোখ দুটো বুজে আসছে…কিন্তু তাই বলে ঘুম? সোফায় শুয়ে পড়ো, আর মূহূর্তে ঘুম উধাও। হাজার হাজার মাইল দূরে। তখন চোখ কচলে উঠে পড়ো, তারপর আবার একই জিনিস।

রহিম : আপনি, স্যার, রোমান্টিক।

ইয়াসিন : দয়া করে একটু চুপ করো! না, না খারাপ কিছু হবে না, নিজের জন্য দুঃখও করব না। অবস্থার মোকাবেলা করবোই, একটু আগে তাইতো বললাম তোমাকে। নির্বিকার নির্দ্বিধায় মোকাবেলা করব। আমি না জেনে শুনে আমার অজ্ঞাতে এটা হতে দেব না। আর আমাকে বলছ কিনা রোমান্টিক! ··· শেষে কি দাঁড়ালো, কারো বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। ঘুম যদি নাই আসে ঘুমানোর কি দরকার? এটা যুক্তির কথা, তাই না? থামো কোথায় যেন একটা খটকা আছে, ঠিক মনে মেলে না। কিন্তু মতানৈক্য হবে কেন?···ও বুঝেছি। কারণটা হলো বিরতিহীন জীবন।

রহিম : তার মানে কি বলতে চাচ্ছেন?

ইয়াসিন : কি বলতে চাচ্ছি? [সন্দেহের দৃষ্টিক্ষেপ করে রহিমের দিকে] এটুকুই ভেবেছি আমি। এই জন্যই তুমি যে ভাবে বললে তার মধ্যে এতো রূঢ়তা, এতো শিষ্টাচারহীনতা। সব অবশ হয়ে গেছে।

রহিম : কি ব্যাপারে বলছেন আপনি?

ইয়াসিন : তোমার চোখের পাতা। আমাদের পাতা উঠে পড়ে। কোঁচকায়, পিট পিট করে। ঠিক দুটো ছোট পাল্লার মতো, মুহূর্তে বন্ধ হয়, বিরতি নামে। সব কিছু মুছে যায়, অন্ধকার হয়ে আসে, চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে। তুমি আন্দাজ করতে পারবে না কি আরাম, কি শান্তি এতে! ঘণ্টায় চার হাজার স্বল্প বিরতি। চার হাজার মৃদু স্বস্তি।

···বোঝো এখন।···ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে তাহলে ··এখন আমাকে চোখের পাতা ছাড়াই থাকতে হবে। বেকুবের মতো চেয়ে থেকো না, আমি কি বলছি নিশ্চয় বুঝতে পারছো। চোখের পাতা নাই, ঘুমও নাই। ঘটনাটা তাই হলো না? আর কখনো ঘুমাতে পারবো না। কিন্তু তারপর···নিজের সংগ নিজে সহ্য করবো কি করে? বুঝতে চেষ্টা করো। মানে খোঁটা দিতে আমার ভাল লাগে, এটা আমার স্বভাব বলতে পারো আমি নিজেকেও খোঁটা দিই। কিন্তু এমন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আমি খুব ভালো খোঁটা দিতে পারি না। আর এটা ছাড়া আমি বাঁচতেও পারি না। ওই ওখানে আমার রাত ছিল। আমি ঘুমাতাম। আমার সুন্দর রাত ছিল সব সময়। আমার ক্ষতিপূরণই ছিল হয়তো। আর ছিল মধুর স্বপ্ন। সবুজ রংগিন মাঠ ছিল। খুবই সাধারণ মাঠ। আমি ঘুরে বেড়াতাম···এখন দিনের বেলা নাকি?

রহিম : দেখেছেন না? বাতি জ্বলছে।

ইয়াসিন : ও হ্যাঁ, বুঝেছি। এটা তোমাদের দিন। আর বাইরে?

রহিম : বাইরে?

ইয়াসিন : ধুত্তোরি, যা বলছি ঠিকই বুঝতে পেরেছ। এই দেয়ালের বাইরে।

রহিম : একটা পথ আছে।

ইয়াসিন : আর এই পথের পারে?

রহিম : আরো ঘর, আরো পথ, আরো সিঁড়ি।

ইয়াসিন : এগুলোর পরে ?

রহিম : এই ।

ইয়াসিন : নিশ্চয় সপ্তাহে তুমি একদিন ছুটি পাও ? যাও কোথায় ?

রহিম : চাচার বাড়ী । উনি এখানকার প্রধান বেয়ারা । চারতলায় তিনি থাকেন ।

ইয়াসিন : আন্দাজটা আমার আগেই করা উচিত ছিল । আচ্ছা বাতির সুইচটা কোথায় ?

রহিম : কোন সুইচ নেই ।

ইয়াসিন : কি বললে ? বাতি নেভানো যায় না ?

রহিম : কর্তৃপক্ষ চাইলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে । কিন্তু এ রকম কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা আমার মনে পড়ছে না । যতোটুকু বিদ্যুৎ আমাদের দরকার, তা আমাদের আছে ।

ইয়াসিন : তার মানে চোখ দুটো সব সময় খুলেই থাকতে হবে ।

রহিম : থাকতে হবে, না কি বললেন ?

ইয়াসিন : শব্দ নিয়ে কসরৎ করো না । চোখ খুলে রেখে । সারাটা জীবন । সব সময় উজ্জ্বল দিনের আলো চোখে - - - -মাথায়- - - - । [ক্ষণ স্তব্ধতা] । আচ্ছা মনে করো ঐ মূর্তিটাকে যদি আগুনের মধ্যে ফেলে দিই ওটা উপে যাবে না ?

রহিম : ওটা নড়াতে পারবেন না । খুবই ভারী ।

ইয়াসিন : [ধরে ওঠাতে চেষ্টা করে পারে না] ঠিকই বলেছ, খুবই ভারী ।

[ক্ষণ স্তব্ধতা নেমে আসে]

রহিম : আচ্ছা, স্যার, আমাকে আর দরকার না থাকলে, আমি যাই।

ইয়াসিন : তার মানে? তুমি যাচ্ছ? [দরজার কাছে এগিয়ে যায় রহিম] থামো। [রহিম ফিরে চায়] ওটাতো ঘন্টা, তাইনা? [মাথা নাড়ে রহিম]। আমি যদি বাজায়, তুমি আসতে বাধ্য তাই না?

রহিম : তা, হ্যাঁ, এক হিসেবে কথাটা ঠিক। কিন্তু ঘন্টা সম্পর্কে আপনি কখনোই নিশ্চিত হতে পারবেন না। তারে কি যেন গণ্ডগোল আছে, ওটা সব সময় বাজে না।

[ইয়াসিন এগিয়ে গিয়ে ঘন্টার বোতামে চাপ দেয়, ঘন্টা বাইরে কোথায় যেন ঘড় ঘড় করে বেজে ওঠে]

ইয়াসিন : এটা ঠিক আছে।

রহিম : [আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে] সত্যি ঠিক আছে। [সেও বোতামে চাপ দেয়] কিন্তু আমি আপনার মতো হলে এটার অতো দাম দিতাম না। এটা··· নিছক পাগলামী। আচ্ছা, আমি যাই এখন। [ইয়াসিন তাকে আটকানোর চেষ্টা করে] হ্যাঁ, স্যার যেতেই হবে।

ইয়াসিন : না, না, মনে কিছু করোনা। [তাকের কাছে এগিয়ে যায় ও একটা কাগজকাটা ছুরি উঠিয়ে নেয়] এটা কি?

রহিম : দেখে বুঝতে পারছেন না? অতি সাধারণ একটা কাগজকাটা ছুরি।

ইয়াসিন : এখানে বইপত্র আছে?

রহিম : না।

ইয়াসিন : তাহলে এটার কি দরকার? [রহিম ঘাড় নাড়ে] ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। [রহিম চলে যায়। এখন ইয়াসিন একা। ব্রোঞ্জের মূর্তিটার কাছে যায়। আনমনে টোকা দেয়। বসে পড়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, ঘন্টার বোতামটা টিপে। ঘন্টা নীরব। দু'তিনবার চেষ্টা করে কিন্তু কাজ হয় না। দরজা খুলতে চেষ্টা করে বিফল হয়। বেয়ারা রহিমকে হাঁকাহাঁকি করে, কোন লাভ হয়না। দরজায় ঘুষি মারতে মারতে ডাকে। হঠাৎ শান্ত হয়ে বসে পড়ে। সংগে সংগেই দরজাটা খুলে যায় এবং রহিম একটি মেয়েকে সংগে নিয়ে ঢোকে। মেয়েটির নাম অনীতা]

রহিম : আপনি কি ডাকছিলেন স্যার?

ইয়াসিন : [হ্যাঁ, বলতে গিয়ে অনীতার দিকে চোখ পড়ে বলে] না।

রহিম : [অনীতার দিকে তাকিয়ে] এই হলো আপনার ঘর, মাদাম। [অনীতা নিরুত্তর] কোন খবর জানার দরকার থাকলে - - - ? [অনীতা তখনও নিরুত্তর, রহিম অস্বস্তিবোধ করে] অধিকাংশ অতিথিরই অনেক কিছু জানার থাকে। অবশ্য এজন্য আপনাকে জ্বালাতন করবনা। যাহোক, দাঁতের ব্রাশ, বৈদ্যুতিক ঘন্টা, তাকের উপর ঐ জিনিসটা এসব সম্পর্কে কিছু জানার ইচ্ছে হলে আমি যা বলতে পারব এই ভদ্রলোকও তা পারবেন। ওঁর কাছে জেনে নেবেন। ওঁর সংগে

আমার এই অল্প কিছুক্ষণ আলাপ হয়েছে। [বেয়ারা রহিম চলে যায়। ইয়াসিন এতক্ষণ অনীতার দিকে ইচ্ছে করেই তাকায়নি, ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখছিলো। হঠাৎ অনীতা ইয়াসিনের দিকে ঘুরে তাকায়]

অনীতা : ফ্লোরা কোথায় ? [জবাব দেয়না ইয়াসিন] শুনতে পাচ্ছেন না ? ফ্লোরা কোথায় জিজ্ঞেস করলাম। কোথায় সে ?

ইয়াসিন : আমার জানা নেই।

অনীতা : ওঃ তাহলে এই ভাবেই সব কিছু ঘটে ? বিচ্ছেদের মাধ্যম নির্যাতন। ঠিক আছে, আমার দিক থেকে তুমি কিছুই জানতে পারবেনা। ফ্লোরা একটা অসহ্য বোকা ছিল আর তাকে আমি হারাতেও চাইনে।

ইয়াসিন : মাফ করবেন। আমাকে কি মনে করেছেন ?

অনীতা : তোমাকে ? কেন, নিশ্চয় জল্লাদ।

ইয়াসিন : [চমকে উঠে, পরে হাসিতে ফেটে পড়ে] বেশ, জিনিসটা মন্দ নয় ! মজাই লাগছে শুনতে, আমি, আমি জল্লাদ ! তাই আপনি এলেন, আমাকে দেখলেন আর ভেবে নিলেন···কে যেন···এদের অন্যতম কর্মচারী। অবশ্য এটা ওই বেকুবটার দোষেই হয়েছে, আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। জল্লাদই বটে। আমি মোঃ ইয়াসিন, সাংবাদিক, পেশায় পণ্ডিত ব্যক্তি। আর আমরা যখন একই নৌকার যাত্রী, তাই নয় কি, যাক মিসেস···?

অনীতা : [বিরক্তির স্বরে] মিসেস নই। অবিবাহিতা।

ইয়াসিন : বেশ। যা হোক আরম্ভটা হয়েছে। আচ্ছা নীরবতার বরফ যখন গলেছে তখন জিজ্ঞেসই করি আমাকে কি সত্যি জল্লাদের মতো লাগছে…? আর হ্যাঁ, একটা মানুষকে দেখে কি করে বোঝা যায় যে সে জল্লাদ? আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনার আইডিয়া আছে।

অনীতা : ওদের দেখলে সন্ত্রস্ত মনে হয়।

ইয়াসিন : সন্ত্রস্ত! কি অদ্ভুত! কাকে তাদের ভয়? তাদের, যারা হার মেনেছে?

অনীতা : হাসো, কিন্তু আমি জানি আমি ঠিকই বলছি। অনেক সময় নিজের মুখ আমি আয়নায় দেখেছি।

ইয়াসিন : আয়নায়? [চারদিক চেয়ে দেখে] কি জঘন্য কারবার। আয়নাতো দূরের কথা, আয়নার মতো জিনিসও সব এখান থেকে সরিয়ে নিয়েছে। [ক্ষণ স্তব্ধতা]। যা হোক, আপনি এটুকু নিশ্চিত হতে পারেন আমি সন্ত্রস্ত নই। তার মানে এই নয় যে আমি আমার অবস্থাটাকে খুব হালকাভাবে নিয়েছি, আমি এর গুরুত্ব যথেষ্ট অনুধাবন করতে পেরেছি। কিন্তু আমি ভীত নই।

অনীতা : [কাঁধ ঝাঁকিয়ে] সেটা তোমার ব্যাপার। [নীরবতা] তুমি কি সব সময়ই এখানে থাকবে, না মাঝে মাঝে বাইরে ঘুরতে ফিরতে যাবে?

ইয়াসিন : দরজা তালাবন্ধ।

অনীতা : ওহো! খুব খারাপ কথা।

ইয়াসিন : আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার উপস্থিতি

আপনার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। আর আমি, হাঁা, আমি খোলাখুলিই বলছি বরং একাই থাকতে চাই। আমি সব কিছু ভেবে চিন্তে দেখতে চাই, জীবনটা সুশৃংখল করে নিতে চাই, বুঝলেন, আর এটা আমি নিজে একাই করতে চাই। কিন্তু আমি নিশ্চিত আমরা যা হোক কোন মতে চালিয়ে নিতে পারবো। আমি বকবক করিনা, হাঁটাহাঁটি করিনা, আসলে নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট লোক। শুধু একটা মাত্র পরামর্শ যদি আমার নেন, তাহলে আমি বলব, আমাদের একে অন্যের অন্তত কিছুটা ভদ্র হওয়া উচিত, তাহলে বোধ হয় অবস্থাটা অনেকখানি সহজ হয়ে আসবে।

অনীতা : আমি নম্র নই।

ইয়াসিন : তাহলে আমাকেই আমাদের উভয়ের জন্য নম্র হতে হবে।

[দীর্ঘ নীরবতা। ইয়াসিন সোফায় বসে আছে, অনীতা ঘরে পায়চারী করছে]

অনীতা : [মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে] আপনার মুখ !

ইয়াসিন : [ঠিক স্বপ্নোত্থিতের মতো] মাফ করবেন, কি বললেন ?

অনীতা : আপনার মুখটা স্থির রাখতে পারেন না ? সব সময় নাড়াচ্ছেন। এবড়ো থেবড়ো মাঠের মতো লাগছে।

ইয়াসিন : খুবই দুঃখিত। খেয়াল করিনি।

অনীতা : এ জন্যই বলছিলাম। [ইয়াসিন ভ্রূ কোঁচকায়]। আবার ! নিজে নম্রতা সম্পর্কে বলছেন আর

নিজে নিজের মুখটা আয়ত্তে রাখতে পারেন না ! মনে রাখবেন এখানে আপনি একা না, আপনার ঐ বদখৎ অভ্যাসগুলো দিয়ে কারো মনে ভীতির সঞ্চার করার অধিকার আপনার নেই ।

ইয়াসিন : [উঠে অনীতার কাছে এগিয়ে যায়] আপনার ? আপনি ভয় পান নি ?

অনীতা : কি লাভ ? যখন তবু আশা ছিল, তখন ভয় পাওয়ার মানে ছিল ।

ইয়াসিন : [নীচুস্বরে] আর কোন আশা নেই তবু 'একদিন' ছিল । আমাদের নিপীড়ন এখনোতো শুরু হয়নি ।

অনীতা : ঠিকই । [স্বল্প স্তব্ধতা] আচ্ছা, কি হবে বলতে পারেন ?

ইয়াসিন : জানিনা । শুধু অপেক্ষা করছি ।

[নীরবতা নেমে আছে । অনীতা পায়চারী করছে, ইয়াসিন ভ্রূ কোঁচকায়, অনীতার দিকে চেয়ে দুহাতে মুখ ঢাকে । ইলা রহীমের সংগে ঢোকে ও দুহাতে মুখ ঢাকা ইয়াসিনকে দেখে ।]

ইলা : [ইয়াসিনের দিকে চেয়ে] না ! চেয়োনা । জানি তুমি হাত দিয়ে কি ঢাকতে চাইছো । জানি তোমার মুখ দেখবার মতো কিছু নেই । [ইয়াসিন হাত সরিয়ে নেয়] একি ! [ক্ষণ বিরতি, তারপর আশ্চর্য হয়ে বলে] কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনি না !

ইয়াসিন : আমি জল্লাদ নই মাদাম ।

ইলা : আমি তা ভাবিনি আপনাকে । আমি ··· আমি ভেবেছিলাম কেউ বুঝি আমার সংগে নোংরা খেলা

খেলতে চাইছে। [রহিমকে] আর কেউ আসছে ?

রহিম : না মাদাম, আর কেউ আসবে না।

ইলা : ওঃ! তাহলে আমাদেরই থাকতে হবে, শুধু এই তিনজন, এই ভদ্রলোক, এই ভদ্র-মহিলা আর আমি [হাসতে আরম্ভ করে]

ইয়াসিন : [রেগে] এতে হাসবার কিছু নেই।

ইলা : [হাসতে হাসতে] ঐ যে সোফাগুলো। সহজেই লুকানো যায়। আর কেমন ভাবে সাজানো। আমার নববর্ষের কথা মনে পড়ছে যখন আমি আমার অসহ্য বিরক্তিকর বুড়ী খালার ওখানে বেড়াতে যেতাম, জয়তুন খালা। তার বাড়ীটাও এমনি বিভীষিকা দিয়ে ঠাসা···প্রত্যেকেরই বুঝি একটা করে সোফা আছে। ওটা কি আমার ? [রহিমকে] ওটাতে আমি বসব তুমি ভেবেছ। ওরে বাপরে, ভাবতেও ভয় লাগছে। আমার পরণে ফিকে নীল আর ওটা গায় সবুজ।

অনীতা : আপনি কি আমারটায় বসতে চান ?

ইলা : ঐ টকটকে লালটার কথা বলছেন ? আপনার জন্য ওটা চমৎকার, সত্যি, কিন্তু ওটাও এমন কিছু ভাল লাগছেনা আমার। যাক, এতো কি ভাবনার আছে ? যা আসবে তাই আমাদের সামলাতে হবে, ঠিক আছে ঐ সবুজটাতেই বসব আমি। [বিরতি] শুধু ভাবনার একটা জিনিসই আছে, শুধু একটাই, ঐ ভদ্রলোক। [আবার বিরতি]

অনীতা : ইয়াসিন সাহেব শুনছেন ?

ইয়াসিন : [একটু চমকে উঠে] এঁ্যা···সোফা, মানে, আমি খুবই দুঃখিত। [উঠে দাঁড়ায়] ঠিক আছে বসুন।

ইলা : ধন্যবাদ। [কোটটা খুলে শোফার উপর ছুঁড়ে ফেলে। ক্ষণেক নিস্তব্ধতা] ঠিক আছে। আমাদের যখন এক সংগেই থাকতে হবে, তখন আমরা বরং নিজেরাই আলাপটা করে নিই। আমার নাম ইলা—ইলা আখন্দ। [ইয়াসিন অভিবাদন জানিয়ে নিজে কিছু বলতে যায়, তার আগেই অনীতা বলে]

অনীতা : আমি অনীতা রায়। আপনার সংগে আলাপ হওয়াতে খুশী হলাম।

ইয়াসিন : আমি মোঃ ইয়াসিন।

রহিম : আমাকে আর কোন প্রয়োজন আছে ?

ইলা : না যেতে পারো, দরকার হলে রিং করবো। [রহিম প্রস্থান করে]

অনীতা : আপনি বেশ সুন্দর। আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য যদি কিছু ফুল পেতাম।

ইলা : ফুল ? হ্যাঁ, ফুল আমি ভালবাসি। তবে এখানে খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে, তাই না? যা গুমোট। যাক, এখন সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের যতটা সম্ভব হাসি-খুশী থাকতে হবে। কি তাই না ? অবশ্য, আপনি, এসেছেন……

অনীতা : এই গত সপ্তাহে, আপনি ?

ইলা : আমি···কেবলি। গতকাল। সত্যিকথা বলতে কি, উৎসব এখনো শেষ হয়নি। [স্বরটা স্বাভাবিক

কিন্তু মনে হচ্ছে যা বলছে তা প্রত্যক্ষ করছি] বাতাসে আমার বোনের ঘোমটা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। কাঁদতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আর একটু চেষ্টা কর বোন! চমৎকার। দুফোঁটা অশ্রু, ছোট্ট দুফোঁটা অশ্রু কালো ঘোমটার আড়ালে চিকচিক করছে। ইস! রেবাকে আজ কেমন লাগছিলো। আমার বোনের হাত ধরে নিয়ে চলছিল। আমার বোন কাঁদছিল না, আর তার জন্য তাকে দোষও দিচ্ছিনা। চোখের জলে সব কেমন বিশ্রী করে দেয়। তাই না? রেবা পরম বন্ধু ছিল আমার।

অনীতা : খুব কষ্ট পেয়েছেন নাকি?

ইলা : না, অধিকাংশ সময়ই অর্ধচেতন ছিলাম।

অনীতা : কি হয়েছিল?

ইলা : নিউমোনিয়া। [পূর্বস্বরেই] সব শেষ, ওরা এখন গোরস্তান ছেড়ে যাচ্ছে। বিদায়, বিদায়। বিরাট ভিড় দেখছি। আমার স্বামী বাড়ীতেই আছে। দুঃখে ভেংগে পড়েছে। হায়রে হতভাগ্য! [অনীতাকে] অপানার কি ব্যাপার?

অনীতা : কেরোসিন চুলায়।

ইলা : আর আপনার ইয়াসিন সাহেব?

ইয়াসিন : বারোটা গুলি সোজা বুক বরাবর। [ইলা আঁতকে ওঠে] দুঃখিত! মৃতদের মধ্যে সংগী হিসাবে আমি বুঝি ভাল হবো না মনে হয়।

ইলা : প্লিজ, প্লিজ ও কথা বলবেন না। এটা…মানে এতো রূঢ়। শুনতে এতো খারাপ লাগে।

পেয়েছি, গরহাজির। আপনি…আপনি কখনো লম্বা গরহাজির দিয়েছিলেন ?

ইয়াসিন : প্রায় মাসখানেক মতো।

ইলা : আপনার বাড়ী কোথায় ?

ইয়াসিন : রংপুর।

ইলা : আমি চট্টগ্রামের লোক। আপনার এখন কেউ সেখানে আছে ?

ইয়াসিন : আছেন আমার স্ত্রী। [ইলার মতো একই স্বরে] ব্যারাকের দরজায় অপেক্ষা করছেন। প্রতিদিন ওখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু কেউ তাকে ঢুকতে দেয় না। ঐতো লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করছেন। উনি এখনো জানেন না আমি অনুপস্থিত…তবে সন্দেহ করেন। ফিরে চলে যাচ্ছেন। পরণে কালো পোশাক। যা আছে মন্দ না, বদলাবার দরকার নেই। ও কাঁদছে না, ওতো কাঁদেও না কখনো। ঝকঝকে সোনালী দিন আর ও একটা কালো ছায়ার মতো নির্জন পথ ধরে গুটি গুটি এগিয়ে চলেছে। ওর আয়ত বিষণ্ণ চোখ দুটো কেমন যেন নিরাসক্ত। ইস্, মেজাজটাই আমার খারাপ করে দিল।

[স্বল্প বিরতি। মাঝের সোফাটায় বসে ইয়াসিন হাত দিয়ে মাথাটা ঢেকে নিলো]

অনীতা : ইলা।

ইলা : প্লিজ, ইয়াসিন সাহেব।

ইয়াসিন : কি হলো ?

ইলা : আপনি আমার চেয়ারে বসে পড়েছেন।

ইয়াসিন : মাফ করবেন, দেখুন তো কি কাণ্ড। [উঠে পড়ে]

ইলা : আপনাকে দেখে…দেখে মনে হচ্ছে কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন। বিরক্ত করলাম বলে আমি দুঃখিত।

ইয়াসিন : জীবনটাকে ছকে বাঁধতে চাচ্ছিলাম। [অনীতা হাসতে শুরু করে] হাসতে ইচ্ছে হচ্ছে হাসুন, কিন্তু আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই উচিত।

অনীতা : কোন প্রয়োজন নেই। আমার জীবন বেশ ছকে বাঁধা। নিজের ইচ্ছা মতোই সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছি। অতএব এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই আমার।

ইয়াসিন : সত্যি ? এতোই সহজ মনে করেন। [কপালে হাত বুলায়] হুঁ ! কি বিদ্‌ঘুটে গরম ! মনে কিছু না করলে… ? [কোট খুলতে শুরু করে]

ইলা : এতো সাহস আপনার ! [নরম ভাবে] না, না দয়া করে কোটটা খুলবেন না। খালি শার্ট গায়ে পুরুষদের দেখলে গা আমার ঘিন ঘিন করে।

ইয়াসিন : [কোট আবার গায়ে দিয়ে] ঠিক আছে [ক্ষণ বিরতি] অবশ্য আমাকে রাতের বেলা খবরের কাগজের অফিসেই কাটাতে হতো, আর সেটাতো অফিস না একটা জ্যান্ত জাহান্নাম, এজন্য আমরা কেউই কোট গায়ে রাখতাম না। ভয়ংকর গরম লাগতো। [ক্ষণ বিরতি] ফোস্কা পড়ার মতো—এখনতো রাত।

ইলা : হ্যাঁ, তাই, রেবা কাপড়গুলো ছাড়ছে, এখন নিশ্চয় মাঝরাত। কি দ্রুত সময় চলে যায় পৃথিবীতে।

অনীতা : হ্যাঁ, অতিক্রান্ত মাঝরাত। আমার ঘরটা সিল করে দিয়েছে। এখন অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার আর ধু ধু নির্জন।

ইয়াসিন : ওরা কোটগুলো খুলে চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে দিয়েছে, হাতটা গুটিয়ে নিয়েছে কনুই পর্যন্ত। মানুষের গন্ধে আর চুরুটের ধোঁয়ায় বাতাস এখন ভারী। [ক্ষণ স্তব্ধতা] হাতখোলা লোকগুলোর মধ্যে থাকতেই আমি অভ্যস্ত ছিলাম।

ইলা : [আক্রমণাত্মক ঢংয়ে] তা হোক, এ ব্যাপারে আমাদের রুচির তফাৎ আছে। অন্তত এটাই প্রমাণিত হলো। [অনীতার দিকে চেয়ে] আপনার কি মত? শুধু শার্টগায়ে হাতাতোলা মানুষকে দেখতে আপনার ভাল লাগে?

অনীতা : কে কি পরলো না পরলো, ওসব আমি তোয়াক্কা করি না।

ইলা : [দুজনের দিকে চেয়ে কেমন হতভম্ব হয়ে যায়] আমার অদ্ভুত লাগছে, আমাদের তিনজনকেই একই ঘরে দিল কেন? মাথায় কিছু নেই।

অনীতা : [হাসি চাপতে চাপতে] কি বললেন?

ইলা : আপনাদের দুজনকে দেখছি আর ভাবছি যে আমাদের এক সংগেই থাকতে হবে…উদ্ভট কারবার। আমি আমার পুরোন বন্ধু-বান্ধব অথবা আত্মীয়দের পাবো ভেবেছিলাম।

অনীতা : হ্যাঁ, বেশ সরস একজন বন্ধু—মুখের মাঝ বরাবর বিরাট একটা ফুটো।

ইলা : তবুও তাকেই। এত সুন্দর ট্যাংগো নেচেছিলো। মনে হচ্ছিল পেশাদার···কিন্তু কেন, কেন এমন লোকদের সংগে এক সাথে থাকতে হবে ?

ইয়াসিন : এটাই দৈব। যে যখন আসে তাকে সেই ভাবেই রাখা হয়। [অনীতাকে] আপনি হাসছেন কেন ?

অনীতা : ঐ দৈব কথাটা শুনে খুবই ভাল লেগেছে। সবই যেন হঠাৎ হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু আমার মনে হয় কি জানেন, আপনার নিজেরই আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার।

ইলা : [ইতস্তত করে] আশ্চর্য! আমরা বেঁচে থাকতে কি কখনো দেখা সাক্ষাৎ হয় নি ?

অনীতা : মোটেই না। তাহলে আপনাকে ভুলতে পারতাম না।

ইলা : অথবা আমাদের হয়তো 'সাধারণ' বন্ধু ছিল। আচ্ছা আপনি আশরাফ আজাদকে চিনতেন না ?

অনীতা : না।

ইলা : কিন্তু প্রত্যেকে ওদের পার্টিতে যেতো।

অনীতা : ওরা কি করতো ?

ইলা : উঁ, ওরা কিছুই করতো না। কিন্তু গ্রামে অনেক বাড়ী ছিল আর অনেকে ওদের বাড়ী বেড়াতে যেতো।

অনীতা : আমি যাইনি। আমি ছিলাম পোস্টাফিসের কেরানী।

ইলা : [অস্ফুট শব্দ করে] ··আঃ, তা বটে···তবে এ ক্ষেত্রে··· [স্বল্প বিরতি] আর আপনি ইয়াসিন সাহেব ?

ইয়াসিন : কোনদিনই দেখা হয়নি, আমি থাকতাম রংপুরে।

ইলা : তাহলে ঠিকই। আমরা হঠাৎই এক সাথে এসে পড়েছি।

অনীতা : হঠাৎই ? তাহলে ঘরটা যেভাবে দেখছি এভাবে হঠাৎ সাজানো হয়েছে। তাহলে বলতে চান ডানদিকের সোফাটার গাঢ় সবুজ রং, বাঁয়েরটা রক্তিম লাল এ সবই আকস্মিক হয়েছে, হঠাৎ ? আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, সোফাগুলোর জায়গা বদল করুন তাহলেই তফাৎটা চট করে ধরা পড়বে। আর তাকের উপর ঐ যে জিনিসটা ওটাও কি হঠাৎ এসে গেছে ? এই যে এতো গরম লাগছে এটা ? কি এসব ? [ক্ষণ স্তব্ধতা] আমি বলছি ওরা এটা আগেই ভেবে রেখেছে। শেষ বিন্দু পর্যন্ত। কিছুই আচমকা হয়নি। আমাদের জন্যই এ ঘরটা এভাবে সাজানো হয়েছে।

ইলা : তাই নাকি, সত্যি ! এখানে সব কিছু কেমন যেন সংগোপন, কেমন তেরচা, এতো অস্বস্তিকর। তেরচাভাবটা খুবই খারাপ লাগে আমার।

অনীতা : [কাঁধ ঝাঁকিয়ে] আর আপনি কি মনে করেন, আমি নবাবী আমলের এই বসার ঘরে থাকতাম ?

ইলা : তাহলে আগে থেকেই ঠিকঠাক করা হয়েছে ?

অনীতা : হ্যাঁ, আর ইচ্ছা করেই ওরা আমাদের এক জায়গায় এনেছে।

ইলা : তাহলে আপনি যে আমার সামনে অমন আরাম করে বসে আছেন এটা আচমকা হয়নি ? কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি ?

অনীতা : অন্য কিছু বলুন! আমি শুধু জানি ওরা প্রতীক্ষা করছে।

ইলা : কেউ যে আমার কাছে কিছু চায়, এটা আমি সহ্য করতে পারি না। মনে হয় ঠিক উল্টোটা করি।

অনীতা : যদি পারেন, করুন। ওরা যে কি চায় আপনি নিজেই জানেন না।

ইলা : [পা ঠুকে] অন্যায়, জুলুম! আপনারা আমাকে নিয়ে কি করবেন? [দুজনকেই চেয়ে চেয়ে দেখে] নিশ্চয়ই নোংরা কিছু। কিছু কিছু মুখ আছে দেখলেই বলে দিতে পারি। আপনাদের মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ইয়াসিন : [হঠাৎ অনীতার দিকে চেয়ে] শুনুন! আমরা এক সংগে এখানে কেন? আপনি এ ব্যাপারে অনেক ইংগিত করেছেন, বলুন এবার নিজেই।

অনীতা : [আশ্চর্য স্বরে] কিন্তু আমিতো কিছু জানি না। সত্যি কিছু জানি না। আপনার মতো আমিও অন্ধকারে।

ইয়াসিন : আমাদের জানতে হবে। [চিন্তা করে খানিকক্ষণ]

অনীতা : শুধু আমাদের বলার মতো যদি সাহস থাকে···

ইয়াসিন : বলার সাহস? কি?

অনীতা : ইলা!

ইলা : উঁ?

অনীতা : কি করেছেন আপনি? তার মানে আপনাকে কেন এখানে পাঠালো?

ইলা : [দ্রুত] ঠিক ধরেছেন। এতোটুকু ইচ্ছা ছিল না আমার, একেবারে না। আসলে আমি ভাবছি

কোথাও বিরাট একটা ভুল হয়ে যায়নি তো। [অনীতাকে] হাসবেন না। যে সব মানুষগুলো প্রত্যেক দিন উধাও হয়ে যাচ্ছে তাদের সংখ্যা একবার ভেবে দেখুন। নিশ্চয় হাজার হাজার, আর তাদের বেছে নেয় কতকগুলো উজবুক। কি বললাম বুঝলেন। কতকগুলো বোকা কর্মচারী, যারা তাদের কাজ কি তাই জানে না। অতএব তারা ভুল করতে বাধ্য···হাসছেন কেন, থামুন। [ইয়াসিনকে] আপনি কথা বলছেন না কেন? ওরা যদি আমার বেলায় ভুল করে থাকে, নিশ্চয় আপনার বেলাতেও করেছে। [অনীতাকে] আপনার বেলাতেও। যা হোক, আমরা না হয় ভুল করেই এসে গেছি, এটা ভাবাই কি ঠিক নয়?

অনীতা : এটাই না আর কিছু বলার আছে আপনার?

ইলা : আর কি বলব? লুকোনোর মতো কিছুই নেই আমার। ছোট বেলায় বাবা-মাকে হারিয়েছি, ছোট ভাইটাকে মানুষ আমাকেই করতে হয়েছে। খুবই গরীব ছিলাম, তাই আমাদেরই একজন লোক বিয়ে করতে চাইলো, সংগে সংগে বললাম 'রাজী'। লোকটার অবস্থা খুবই ভাল ছিল, তাছাড়া মানুষ হিসেবেও সুন্দর ছিল। আমার ভাই ছিল খুবই রোগা, তাই তাকে সব সময় দেখা-শোনা করতে হতো, আর তাই এটাই ছিল আমার জন্য একমাত্র পথ, কি, আপনি কি বলেন? আমার স্বামী ছিল আমার বাবার বয়সী, তবু আমরা বিয়ের ছয়টি বছর খুব সুখে কাটিয়েছি। তারপর দু' বছর

আগে আমার এই প্রেমিকের সংগে দেখা হলো। চোখে চোখ পড়তেই আমরা একে অন্যকে চিনে নিলাম। ও আমাকে তার সংগে পালিয়ে যেতে বলল, কিন্তু আমি গেলাম না। তারপর আমার নিউমোনিয়া হলো আর আমিও শেষ হয়ে গেলাম। এই হলো আমার কাহিনী। নিঃসন্দেহে এটুকু বলতে পারি, আমার থেকে তিনগুণ বয়সে বড় একজন লোকের সংগে থেকে আমি আমার অমূল্য যৌবনটা নষ্ট করেছি। [ইয়াসিনকে] আপনি কি এটাকে পাপ মনে করেন ?

ইয়াসিন : মোটেই না [স্বল্প স্তব্ধতা] এবার আপনি বলুন, কারো নীতি মেনে চলাটাই কি অপরাধ ?

ইলা : কক্ষণো না। কেউই এ জন্য কাউকে দোষ দিতে পারে না।

ইয়াসিন : থামুন ! আমি একটা শান্তিবাদী কাগজ চালাতাম। তখন লড়াই লাগলো। আমি এখন কি করব ? সবাই আমার দিকে চেয়ে আছে ভাবছে, 'আমি কি সাহস করব ?' ঠিক, আমি সাহস করলাম। আমি হাত গুটিয়ে নিলাম আর ওরা আমাকে গুলী করলো। আমি কি কোন অন্যায় করেছিলাম ?

ইলা : [তার হাত ইয়াসিনের বাহুতে রেখে] অন্যায় ? ঠিক উল্টো। আপনি ছিলেন ···

অনীতা : [বিদ্রূপ করে ওঠে]·· একটা বীরপুরুষ ! আপনার স্ত্রীর খবর কি ইয়াসিন সাহেব ?

ইয়াসিন : খুবই সহজ সরল। আমি তাকে রক্ষা করেছি··· মানে ঝামেলা থেকে।

ইলা : [অনীতাকে] শুনলেন ! শুনলেন !

অনীতা : হ্যাঁ, শুনলাম। [স্তব্ধতা] শুনুন ! অভিনয় করে বা অন্যের চোখে ধুলো নিক্ষেপ করে কি লাভ ? আমরা সবাই একই তুলিতে রাঙানো।

ইলা : [উদ্ধতভাবে] কোন সাহসে একথা বললেন ?

অনীতা : হ্যাঁ, আমরা ক্রিমিন্যাল, খুনী, আমরা তিনজনই। বৎস আমরা সবাই এখন নরকে, ওরা কখন ভুল করে না, আর লোকেও বিনা কারণে ভুলের পেছনে দৌড়য় না।

ইলা : থামো ! আল্লার দোহাই—

অনীতা : নরকে ! পাপী, হ্যাঁ, আমরা তাই, তিনজনই !

ইলা : থামুন ! আপনাকে ঐ বাজে শব্দগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।

অনীতা : একটা পাপী আত্মা—আপনিই, আহারে আমার মাটির সন্ন্যাসিনী। ঠিক একই অবস্থা ওই যে আমাদের ঐ বন্ধুর, মহান শান্তিবাদী। আমাদের আনন্দময় ক্ষণ ছিল, তাইনা ? আমাদের জন্য নিজের জীবন বলি দিচ্ছে এমন মানুষও আছে আর তাই নিয়ে আমরা বিদ্রূপ করি। এখন এর ফলভোগ আমাদের করতে হবে।

ইয়াসিন : [ঘুষি পাকিয়ে] বক বক বন্ধ করবেন, যত্তোসব !

অনীতা : [নির্ভয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায় কিন্তু আশ্চর্যভাবে চেয়ে বলে] আচ্ছা, আচ্ছা ! [স্তব্ধতা] আঃ এতক্ষণে বুঝলাম। কেন এই তিন জনকেই এক সংগে দিয়েছে, আমি জানি।

ইয়াসিন : এর পরে আর একটা কথা বলার আগে দুবার অন্তত ভেবে নিতে বলছি।

অনীতা : থামুন! কত সরল ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। নিছক সোজা। প্রত্যক্ষভাবে শারীরিক কোন নির্যাতন নেই—কি তাই না? অথচ আমরা সবাই নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি। আর কেউই এখানে আসবে না। আমরা এখানে, এই ঘরেই একসংগে থাকবো, তিনজনেই, চিরকাল, চিরকাল—সংক্ষেপে, কে যেন নেই, ও সেই সরকারী জল্লাদটা।

ইয়াসিন : [একইস্বরে] আমিও লক্ষ্য করেছি।

অনীতা : ওরা যে কি চায় সেটা দিনের মতো পরিষ্কার জনশক্তির স্বল্প ব্যবহার—শয়তানের শক্তি বলতে পারেন। স্বপরিবেশিত কাফে'র মতো ব্যাপারটা।

ইলা : কি বলতে চাইছেন?

অনীতা : আমার বক্তব্য হলো, আমরা প্রত্যেকেই অন্য দু'জনের নির্যাতনকারী হিসেবে কাজ করব। [এ সত্যতা অনুধাবন করার জন্য, স্বল্প বিরতি নেমে আসে]

ইয়াসিন : [নম্রভাবে] আমি আপনার নির্যাতনকারী হবো না। আপনাদের কারোরই ক্ষতি করতে চাই না, আপনাদের ব্যাপারে আমার মাথাব্যথা নেই। একেবারে নেই। অতএব সহজ সমাধান হচ্ছে, আমরা নিজের নিজের জায়গায় বসে থাকব, কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলাবো না। আপনি এখানে, আপনি এখানে আর আমি ওখানে। সৈন্যরা যেমন পাহারা দেয়। আর আমরা কথাও বলব না। একটা কথাও না। ওটা এমন কিছু শক্ত হবে না,

আমাদের সবারই কিছু না কিছু ভাবনার বিষয় আছে। নিজের চিন্তা নিয়ে আমারতো মনে হয় আমি হাজার হাজার বছর কাটিয়ে দিতে পারি।

ইলা : আমাকেও চুপ করে থাকতে হবে ?

ইয়াসিন : হ্যাঁ এভাবেই আমরা···আমাদের মুক্তির কথা ভাবব। অন্তরে দৃষ্টিক্ষেপ করে, নতমস্তকে। কি রাজী ?

অনীতা : রাজী।

ইলা : [ইতস্তত করে] আমি রাজী।

ইয়াসিন : তাহলে···বিদায়।

[ইয়াসিন তার সোফায় গিয়ে বসে, হাতের মধ্যে মাথাটা ঢেকে ফেলে। দীর্ঘ বিরতি নেমে আসে। তারপর অনীতা নিজের মনে গান গাইতে শুধু করে

অনীতা : [গাইছে]

পথের পরে কতো হাজার জনের ভিড়
সারি সারি শিকলগুলো
কড়ি কাঠ আর ছুরিগুলো
রক্তভরা পাত্র শোভা পায়।
এসো এসো বন্ধুরা আজ পথের পরে ভিড়
মজার খেলা দেখতে যদি চাও !
ভোর না হতেই মোড়ল ওঠে
কাজের তাড়ায় পথে ছোটে
সেনাপতি রাজ্যপতির সব মাথা
নৌসেনা আর পুরোহিতের সব গাঁথা
লুটিয়ে যাবে মাথাসহ ধূলোর পর।
অপূর্ব এই মানুষেরই পথের ভিড় !

[ইলা তখন পাউডার পাফ বুলাচ্ছিল এবং ঠোঁটে রং ঘষছিলো। আয়না খুঁজছিলো, ব্যাগটা হাতড়ে হাতড়ে দেখলো পরে ইয়াসিনের দিকে চেয়ে]

ইলা : মাফ করবেন, আপনার কাছে আয়না আছে ? [নিরুত্তর ইয়াসিন] যে কোন রকম আয়না, পকেট আয়না হলেও হবে। [নিরুত্তর ইয়াসিন] কথা যদি নাও বলেন অন্তত একটা আয়না দিন।

[তখনো হাত দিয়ে মাথা ঢাকা। ইয়াসিন চেয়েও দেখে না]

অনীতা : ভাববেন না। আমার ব্যাগে আয়না আছে। [ব্যাগটা খোলে তারপর রেখে দেয়] গেছে। নিশ্চয় ঢোকার সময় গেটে বের করে নিয়েছে।

ইলা : কি বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার !

[ক্ষণ স্তব্ধতা। ইলা চোখ বন্ধ করে তারপর দুলতে থাকে যেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। ছুটে এসে ধরে ফেলে অনীতা]

অনীতা : কি হলো ?

ইলা : [চোখ খুলে মৃদু হাসে] অদ্ভুত লাগছে আমার। [নিজেকে চাপড়ায়] এমন অবস্থায় কখনো পড়েন নি ? আমি যখন নিজেকে দেখতে পাই, আমার সন্দেহ হয় আমি বেঁচে আছি কিনা ? নিজেকে চাপড়ালাম শুধু দেখার জন্য যে আমার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু এতে খুব বেশী লাভ হয় না।

অনীতা : আপনি ভাগ্যবতী। আমি নিজের সম্পর্কে খুবই সচেতন এমনকি মনেও নিদারুণ সচেতন।

ইলা : আহ্ ঠিকই, আপনার মনে। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কে যা ঘটে সবই কেমন অস্পষ্ট, তাই না? এতে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। [ক্ষণিকের জন্য] এতে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। [ক্ষণিকের জন্য থেমে যায়] আমার ঘরে ছ'টা বড়ো বড়ো আয়না আছে। ঐতো ঐখানে। আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওরা আমাকে দেখতে পাচেছ না। ওরা বুকে ধরে আছে কার্পেট, সোফা সেট, জানলা···কিন্তু কি ভীষণ শূন্যতা, আয়নায় আমি নেই। কারো সংগে যখন কথা বলতাম, কাছে যেন একটা থাকে দেখে নিতাম, আমি যেন নিজেকে দেখে নিতে পারি। কথা বলছি দেখতে পেতাম। অন্যেরা যেমন আমাকে দেখছে তেমনি নিজেকে দেখে আমি সচেতন হয়ে যেতাম। হায় খোদা! আমার লিপষ্টিক! কোথায় যে লাগিয়েছি কে জানে। আয়না ছাড়া আমি একদিন বাঁচতে পারব না, না, কোনদিন না।

অনীতা : ধরুন, আমি আপনার আয়না হচ্ছি। আসুন একটু দেখে যান ভাই। এই যে আমার সোফায় আপনার জায়গা আছে।

ইলা : কিন্তু—[ইয়াসিনকে দেখিয়ে বলে]

অনীতা : ওঃ, উনি খেয়ালই করেন না।

ইলা : কিন্তু আমরা···একে অন্যকে আঘাত করতে যাচ্ছি? আপনিই বললেন।

অনীতা : আমাকে দেখে কি মনে হয় যে আমি আঘাত করতে যাচ্ছি ?

ইলা : কেউই সেটা বলতে পারে না।

অনীতা : বরং আপনিই করতে পারেন। তবু, ওতে কি আসে যায় ? কষ্ট যদি আমাকে পেতেই হয়, আপনার হাতে হওয়ায় ভালো, আপনার সুন্দর হাতে। বসুন। কাছে আসুন। আরো কাছে। আমার চোখে চোখ রাখুন। কি দেখতে পাচ্ছেন ?

ইলা : ওঃ আমাকেই ! কিন্তু আমাকে এতো দূরে লাগছে যে ভালমত দেখতেই পাচ্ছি না।

অনীতা : কিন্তু আমি পাচ্ছি। প্রতিটি ইঞ্চি আপনার দেখতে পাচ্ছি। এখন যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করুন। আমার আয়নার মতোই আমি স্পষ্ট জবাব দিবো।

[ইলাকে অপ্রস্তুত মনে হয়, সে ইয়াসিনের দিকে চায়, মনে হয় যেন সাহায্য চাইছে]

ইলা : প্লিজ, ইয়াসিন সাহেব। বলুন আমাদের কথা-বার্তায় আপনার বিরক্ত লাগছে না।

[নিরুত্তর ইয়াসিন]

অনীতা : ওঁর জন্য ভাববেন না। আগেই বলেছিলাম, উনি অতো শতো খেয়াল করেন না। আমরা নিজেদের নিয়েই আছি। নিন জিজ্ঞেস করুন।

ইলা : আমার ঠোঁটগুলো ঠিক আছে ?

অনীতা : দেখি ! না একটু বিবর্ণ।

ইলা : আমিও তাই ভেবেছিলাম। ভাগ্য ভালো [ইয়াসিনের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে] কেউ দেখছে না। আবার দেখছি চেষ্টা করে।

অনীতা : সেই ভালো। উঁহু। ঠোঁটের রেখা অনুযায়ী দেন। থামুন! আপনার হাতটা আমিই চালিয়ে দিই। এ্যাঁ, হ্যাঁ, সুন্দর হয়েছে।

ইলা : আমি যখন এসেছিলাম তখনকার মতো সুন্দর ?

অনীতা : তার চেয়েও ভাল। আরো কঠোর। মুখটা বেশ গোল মনে হচ্ছে।

ইলা : হায় আল্লাহ! আর আপনি বলছেন আপনার পছন্দ হয়েছে! কী ভীষণ, নিজেকে নিজে দেখতে পাচ্ছি না। আপনি ঠিক বলছেন, মিস রায়, এখন ঠিক আছে ?

অনীতা : আপনি আমাকে অনীতা বলতে পারেন না ?

ইলা : আপনি বলছেন এটা ঠিক আছে ?

অনীতা : আপনি সত্যি সুন্দরী, ইলা।

ইলা : কিন্তু আপনার রুচির উপর নির্ভর করি কি করে ? আমার নিজের রুচির মতো হলো তো ? ওহো এসব কাণ্ড এতই বিদঘুটে যে একটা মানুষকে পাগল করার পক্ষে যথেষ্ট।

অনীতা : আপনার রুচি আমি জানি ভাই, কেননা আপনাকে খুব পছন্দ করি। আমার দিকে চান। না, সোজাসুজি। থামুন এবার। আমি দেখতে কুশ্রী নই। আপনার আয়নার থেকে আমি সুন্দরী নই ?

ইলা : না, না, আমি জানি না। আপনি বরং কষ্ট দিচ্ছেন আমাকে। আমার আয়না এমন করেনা, অবশ্য তাকে আমি ভাল করে জানি। ঠিক যেন আমি হাসবো, আর আমার হাসি আপনার চোখের তারায় হারিয়ে যাবে, তারপর কি হবে আল্লাই জানেন।

অনীতা : তাহলে আমাকে 'নিজের' মতো করে নিচ্ছেন না কেন? [দুটি নারী একে অন্যের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে। ইলার চোখে ফুটে ওঠে ভয়, দ্বিধা] শুনুন! আমি চাই যে আমাকে 'অনীতা' বলে ডাকবেন। আমরা পরম বন্ধু হতে পারি।

ইলা : মেয়েদের সংগে এতো সহজে বন্ধুত্ব আমি করি না।

অনীতা : তার মানে পোস্টাফিসের কেরানীর সংগে নয়, তাইনা? আরে ওটা কি আপনার গালের নীচে বাজে একটা লাল দাগ? তিল নাকি?

ইলা : তিল? কোথায়? কি অদ্ভুত কাণ্ড! কোথায়?

অনীতা : এইতো···আয়না দিয়ে কি ভাবে খঞ্জনা ধরে জানেন? আমি আপনার খঞ্জনা শিকারী আয়না, বন্ধু, আমার হাত থেকে রেহাই নেই—কোথাও কোন তিল নেই, কিছু নেই। এমনি যদি হয় কেমন হবে? ধরুন আয়না মিথ্যে বলা শুরু করলো। অথবা মনে করুন, ওই লোকটার মতো চোখ দুটো বন্ধ করে নিলাম—আপনার দিকে তাকাতে চাইলাম না। তখন, আপনার সমস্ত সৌন্দর্য, মাধুর্য, মরুর শূন্যতায় বাতাসের মতো মিলিয়ে যাবে। না, না, ভয় পাবেন না, আপনার দিকে না তাকিয়ে আমার উপায় নেই, আমার চোখ ফেরাব না। আর আপনার জন্য খুবই সুন্দর হবো, অপূর্ব মায়াময়ী সুন্দর। শুধু আপনিও আমার প্রতি সদয় সুন্দর হবেন।

[ক্ষণ স্তব্ধতা]

ইলা : আমাকে সত্যি……আপনার ভাল লেগেছে ?

অনীতা : খু-উব ।

[আবার ক্ষণ নিস্তব্ধতা]

ইলা : [মাথার ইশারায় ইয়াছিনকে দেখিয়ে] কিন্তু ও যদি আমাকে লক্ষ্য করতো ।

অনীতা : নিশ্চয় ! কারণ সে একজন পুরুষ ! [ইয়াসিনকে] আপনি জিতে গেছেন । [ইয়াসিন নির্বাক] অন্তত একটু ওকে দেখুন, ধুত্তোর ! [কোন জবাব নেই ইয়াসিনের] অযথা ভাণ করবেন না । আমরা যা বলছি আপনি সব শুনেছেন ।

ইয়াসিন : ঠিকই, তবে একটা কথাও না । কানে আংগুল দিয়েছিলাম, কিন্তু আপনাদের স্বর মস্তিষ্ককে গুঁতোর পর গুঁতো মেরেছে । যতো সব বাজে বক বকানি । আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিবেন, হ্যাঁ আপনারা দুজনেই ? আপনাদের ব্যাপারে আমি আগ্রহী নই ।

অনীতা : আমার ব্যাপারে না হয় বুঝলাম, কিন্তু এই বাচ্চাটার ব্যাপারে ? ওর ব্যাপারেও আগ্রহী নন ? ওঃ এতক্ষণ আপনার ভেল্কীবাজী দেখলাম, আপনার অটল গাম্ভীর্যের মাধ্যমে মেয়েটার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছেন ।

ইয়াসিন : আমি একটু শান্তিতে থাকতে চাই । কাগজের অফিসের কে যেন কি বলছে আমি শুনতে চাই ।

আমি বললে যদি আপনি খুশী হন, তাহলে শুনুন আপনারও 'বাচ্চাটার' কোন দরকার আমার নেই।

ইলা : ধন্যবাদ।

ইয়াসিন : আহা, অতো খারাপভাবে বলিনি।

ইলা : জঘন্য।

[ওরা নীরবে একে অন্যের দিকে যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়ে চেয়ে থাকে]

ইয়াসিন : ঠিক আছে তাই। [নীরবতা] কথা বলবেন না বলেছিলাম নিশ্চয় মনে আছে।

ইলা : এটা ওর দোষ। ওইতো আরম্ভ করছে। আমি ওর কাছে কিছু চাইনি, তাও যেচে এগিয়ে এলো, তারটা দিলো···মানে আয়না।

অনীতা : ওমা, একি কথা। কিন্তু আপনিইতো সব সময় ওর দিকে চাইছিলেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ফন্দি ফিকির খুঁজছিলেন।

ইলা : ঠিকই, করব না কেন ?

ইয়াসিন : পাগল, দুটো বদ্ধ পাগল। বুঝতে পারছেন না এর ফল কি হবে ? আল্লার দোহাই মুখটা বন্ধ রাখুন। [নীরবতা] এবার সবাই চুপচাপ বসে পড়ুন। মেঝের দিকে চেয়ে দেখব আমরা, আর একে অন্যের অস্তিত্ব বিস্মৃত হবার চেষ্টা করবো।

[নিস্তব্ধতা, অপার নিস্তব্ধতা। মেয়েরা যে যার জায়গায় ফিরে যায়। হঠাৎ অনীতা ইয়াসিনের দিকে ফিরে চায়]

অনীতা : অন্যের কথা ভুলে যেতে হবে ? যত্তোসব আজগুবি কথা ! আমার ঠিক স্নায়ুর সঙ্গে মিশে আছেন

আপনি। আমার কানে ঢাক পেটাচ্ছে আপনার নীরবতা। মুখে কুলুপ আঁটতে পারেন, জিভ কেটে ফেলতে পারেন···কিন্তু অস্তিত্ব লুকাবেন কি করে? বলুন চিন্তাভাবনা বন্ধ করতে পারেন? ঘড়ির কাঁটার মতো টিক টিক শব্দ করছে, আপনি আমারটাও শুনতে পাচ্ছেন এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সোফায় নিঃসাড়ে বসে আছেন সত্য, কিন্তু আপনি সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন, সমস্ত শব্দগুলো আমার কাছে গোলমেলে হয়ে আসছে, কারণ আমার আগে আপনি ওগুলোর পথে বাধা সৃষ্টি করেছেন। কেন, আপনি আমার চেহারাটা চুরি করেছেন, আপনিই জানেন কিন্তু আমি জানি না। আর ওর, ওই ইলার ব্যাপার কি? ওকেও আমার কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছেন, ও আর আমিই যদি থাকতাম, আপনি কি মনে করেন, ও আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারতো? না, মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেন, আপনাকে আমি শান্তিতে থাকতে দেবো না··· এটাই আপনার একমাত্র প্রাপ্য। ওখানেই বসে থাকুন, নীরব নিশ্চুপ যোগীর মতো, আর ওর দিকে আমি না চাইলেও দেখতে পাচ্ছি, হাড়ে হাড়ে বুঝতে পাচ্ছি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ও শব্দ করছে, পোশাকের খস খস আওয়াজ হচ্ছে, শুধু আপনার জন্য, আপনি দেখছেন না। কিন্তু এর জন্য তোয়াক্কা আমি করি না, আমি দোজখেই

যেতে চাই, আপনার চোখে চোখে দেখতে চাই, মুখোমুখি বোঝাপড়া করতে চাই।

ইয়াসিন : যা ইচ্ছে করুন। আমার মনে হয় ওরা জানতো যে এমন হবে, আর আমরাও বেশ খেলার সহজ পাত্র হয়ে গেছি। কতকগুলো পুরুষকে যদি একটা ঘরে রাখতো…পুরুষরা মুখ বন্ধ করে রাখতে পারে। কিন্তু অসম্ভবকে চেয়ে কোন লাভ নেই। [সে ইলার কাছে যায়, গলায় হাত রেখে আদর করে] তাহলে দিদি শেষ পর্যন্ত তোমার চোখে লেগে গেছি? তুমি যে আমার দিকে চেয়েছিলে এটাই প্রমাণ হচ্ছে?

ইলা : আমাকে ছোঁবেন না।

ইয়াসিন : কেন? আমরা অন্তত স্বাভাবিক হতে পারি—মেয়েদের ব্যাপারে আমি ভয়ংকর আগ্রহী ছিলাম, জানো এটা? কেউ কেউ আমাকে পছন্দও করতো। অতএব ভান করে লাভ কি, হারাবার মতো আমাদের কিছুই নেই। ভদ্রতা, শালীনতা আর ঐ যে কি বলে না, ওসব ভেবে লাভ কি? এইতো, আমরাই শুধু। আর আমরা অনায়াসেই নবজাত শিশুর মতো নগ্ন হয়ে যেতে পারি।

ইলা : এঁ্যা?

ইয়াসিন : একেবারে নবজাত শিশুর মতো। যাক এ ব্যাপারে তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছি। আমি চুপ থাকতেই বলেছিলাম, চেয়েছিলাম শুধু শান্তি আর একটু নীরবতা। কানে আঙুল দিয়েছিলাম।

গাজী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রতিদিনের মতো চেঁচাচ্ছিল, সব কটা সাংবাদিক শুনছিলো। হাতা গুটানো ওদের। শুনতে চেয়েছিলাম কিন্তু অতো সহজ হলো না। জানেন তো, পৃথিবীতে সব কিছুই দ্রুত ঘটে যায়। মুখটা বন্ধ রাখতে পারোনি? সব শেষ হয়ে গেছে, ও কথা বলা বন্ধ করেছে আমার সম্পর্কে যা বলতে চেয়েছিলো এখন তা ওর মস্তিষ্কের পেছনে চলে গেছে। যাক, এগুলো যেমন করে হোক দেখতে হবে আমাদের—জন্মের সময়ের মতো নগ্ন। যতো তাড়াতাড়ি হয় ততো ভালো, আগে কাকে দেখবো, এটা জানা দরকার আমার।

অনীতা : আগেই জেনেছেন। নতুন কিছু জানার নেই।

ইয়াসিন : ভুল। যতোক্ষণ আমরা না খোলাখুলি বলছি—তার আগে আমাকে বা তাকে, তারা দোষারোপ করলো কেন···কিছুই জানি না আমরা। ওতে কিছু এসে যায় না। তুমি, নবীনা মহিলা, তুমি আরম্ভ করো। কেন? কেনটাই বলো। আমরা যদি স্পষ্টভাষী হই, নিজের গোপন বৃত্তান্ত আলোয় তুলে ধরি, হয়তো আমরা অনেক বিপদ থেকেই বাঁচতে পারি। অতএব বলো! কেন?

ইলা : আমি বলছি আমার কোন উদ্দেশ্য নেই। ওরা কেনটা আমাকে বলবে না।

ইয়াসিন : ঠিকই। আমাকেও বলবে না ওরা। কিন্তু আমার এক অদ্ভুত বিটকেল আইডিয়া আছে।···প্রথমে

বলতে আপনার হয়তো লজ্জা করছে? বেশ। আমি আরম্ভ করছি। [স্বল্প বিরতি] আমি অবশ্য অতো হিসেবী নই।

অনীতা : আমাদেরকে ওটা বলার দরকার নেই। আমরা জানি আপনি পলাতক ছিলেন।

ইয়াসিন : তা হোক। এটা হচ্ছে একটা দিক। আমি এখানে, তার কারণ, আমার সঙ্গে ভীষণ দুর্ব্যবহার করেছিল। এই পাঁচ বছর ধরে। স্বভাবতই, সে এখনো ভুগছে। ওইতো সে: বলার সঙ্গে সঙ্গে হাজির। আমি দেখতে পাচ্ছি। গাজীর ব্যাপারে আমি উৎসুক, অথচ আমি দেখছি ওকে। ইলাকে নিয়ে কি করব? দীর্ঘ পাঁচটা বছর। ওইতো! আমার জিনিসগুলো ওরা ফেরত দিয়েছে, জানলার কাছে বসে আছে, হাঁটুর উপর আমার কোটটা। কোটটায় বারোটা বুলেটের ফুটো। মরচের মতো রক্ত, ফুটোর চারপাশে গোল বেগুনী দাগ। কোটটা বেশ যাদুঘরে রাখার মতো। একটা জ্বলন্ত ইতিহাস। আর আমি পরতাম, অদ্ভুত!···এখন এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারো না, প্রিয়তমা আমার। অবশ্যই, শেষে এক ফোঁটা নিংড়ে বের করবে কি? না? পারছ না? রাতের পর রাত বদ্ধ মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরেছি, গায়ে মদের, মেয়ে মানুষের গন্ধ। অবশ্য আমার জন্য সে উঠে বসেছে। কিন্তু কাঁদেনি কোনদিন, এমনকি একটু বকেও নি। শুধু তার

চোখ দুটো কথা বলতো। বিশাল বিষণ্ণ চোখ দুটো। এর জন্য দুঃখ নেই আমার। মূল্য আমি দেবো কিন্তু দুঃখে কাতর হবো না।···রাস্তায় বৃষ্টি হচ্ছে এখন। তবু কাঁদবে না, নিজেকে হালকা করে নেবে না। ও নারী ছিল জন্মগত শহীদ, বুঝলেন, পেশাগত বিজিতা।

অনীতা : [প্রায় নরমভাবে] ওকে ওভাবে আঘাত দিয়েছিলেন কেন ?

ইয়াসিন : খুবই সহজ ছিল বলে। শুধু একটা কথাই ওকে আঘাত দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। লজ্জাবতী লতার মতো মিইয়ে যেতো। কিন্তু কোনদিন কখনো বকতো না। প্রতিবাদ করতো না। ঘর থেকে বের পর্যন্ত করে দিয়েছি, বুঝলেন ঘর থেকে।···এখন কোটটা নেড়ে চেড়ে দেখছে। চোখ দুটো বন্ধ, হাতের আঙুল দিয়ে বুলেটের ফুটোগুলো অনুভব করছে। কেন, কিসের জন্য ? কি চাও তুমি ? বললাম তো কোন কিছুর জন্যই দুঃখ নেই আমার। আসলে ব্যাপার হলোকি, ও আমার বিরাট ভক্ত। মানেটা কিছু বুঝলেন ?

অনীতা : না, কেউ আমার প্রশংসা করতো না।

ইয়াসিন : সেটাই মংগল। আপনার জন্য ওটাই মংগল। আমার মনে হয় সব কিছুই আপনার কাছে আবছা লাগছে। বেশ, এই নিন বেশ আরাম করে চিবুতে পারবেন। বাড়ীতে আমরা একটা আধা ভদ্র মেয়ে এনেছিলাম। আমার স্ত্রী দোতলায়

থাকতো, নিশ্চয় সে শুনছে…সব, সব কিছু। খুব ভোরে উঠতো সে, আর এদিকে মেয়েটা এবং আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে থাকতাম বিছানায়, ও আমাদের বিছানায় চা দিয়ে যেতো।

ইলা : জানোয়ার !

ইয়াসিন : হ্যাঁ, জানোয়ার তা বলতে পারেন। তবে পরম প্রিয় জানোয়ার। [দৃষ্টিটা যেন বহু দূরে নিবদ্ধ]। না, এটা তেমন কিছু না। গাজী শুধু, আর তো আমার সম্পর্কে বলছে না…কি বলছিলেন যেন? হ্যাঁ, জানোয়ার। একশবার। তা না হলে এখানে আসবো কেন? [অনীতাকে] এবার আপনার।

অনীতা : আমি, আমি ওখানে ছিলাম ওই যে বলে না 'নোংরার হদ্দ'। একেবারে নোংরা। তাই এখানে আসাটা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়।

ইয়াসিন : ব্যস ঃ আর কিছু নেই বলার ?

অনীতা : না। ফ্লোরার সংগে একটা ঘটনা আছে। মৃত কতকগুলো মানুষের কাহিনী। তিনটে লাশ। প্রথমে সে শুরু করেছিল, তারপর ফ্লোরা, শেষে আমি। অতএব বাদ রইলো না কেউই। ভাবনার কিছুই নেই আমার, একেবারে পরিষ্কার খতম। শুধু ঐ ঘরটা। দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, ওদেরকেও। শূন্য, দরজায় তালা…। না, কেবলই খুললো তালাটা। 'ভাড়া দেওয়া হবে'। ভাড়া দেবার নোটিশ ঝুলছে দরজায়। ওটা-ওটা এমনই অদ্ভুত !

ইয়াসিন : তিনজন, তিনজন মৃত, তাই বলছিলেন না ?

অনীতা : তিনজন।

ইয়াসিন : একজন পুরুষ, দুজন নারী?

অনীতা : হ্যাঁ।

ইয়াসিন : আচ্ছা, আচ্ছা। [বিরতি] ও নিজেই মরেছিল?

অনীতা : পুরুষটা? না, ওটা করার ক্ষমতা তার ছিল না। আত্মহত্যার যদিও সংগত কারণ ছিল তার, তবু, ওর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিলাম। আসলে একটা ট্রাম চাপা পড়েছিল। বোকার মতো মরণ ··ওদের সংগে থাকতাম আমি, আমার চাচাতো ভাই ছিল সে।

ইয়াসিন : ফ্লোরা কি ফর্সা ছিল?

অনীতা : ফর্সা? [ইলার দিকে চায়] দেখুন, যদিও আমার আপত্তি নেই, তবু গল্পটা আপনাকে বলতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না।

ইয়াসিন : ঠিক আছে··· । তাহলে ওর ব্যাপারে আপনি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন?

অনীতা : হ্যাঁ, ধীরে ধীরে। ছোট ছোট ঘটনাগুলোও মেজাজ বিগড়ে দিতো। যেমন, ও মদ খেলে শব্দ করতো ঠিক ঘড় ঘড় শব্দের মতো। এমনি ছোটখাটো ব্যাপার। দুঃখজনক অবস্থা হয়েছিল তার। নিছক সত্য। হাসছেন কেন?

ইয়াসিন : কারণ, আমি নিজেই বিশ্বাসযোগ্য নই।

অনীতা : অতো নিশ্চিত হবেন না·· আমি ওর শিরার মধ্যে ঢুকে গেছিলাম, ফ্লোরা আমার চোখে তার পৃথিবী দেখতো। যখন সে তার স্বামীকে ছেড়ে দিল, তারপর থেকে সে আমার হাতে এসে পড়ে।

শহরের এক প্রান্তে আমরা দু'জনে একটা বসার ঘরকে শোয়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতাম।

ইয়াসিন : তারপর—

অনীতা : তারপর ট্রাম তার দায়িত্ব পালন করলো। ফ্লোরাকে প্রত্যেকদিন মনে করিয়ে দিতাম, 'শোন বৎস', আমরা তাকে আমাদের মাঝে হত্যা করেছি। [বিরতি] আমি বরং নিষ্ঠুর, সত্যি তাই।

ইয়াসিন : আমিও তাই।

অনীতা : না, আপনি নিষ্ঠুর নন, আপনি অন্য কিছু।

ইয়াসিন : তার মানে ?

অনীতা : পরে বলব। যখন আমি বলি আমি নিষ্ঠুর তখন মানুষকে কষ্ট না দিয়ে ছাড়িনা। জ্বলন্ত কয়লার মতো। অন্যের হৃদয়ে জ্বলন্ত আগুনের মতো। যখন একা থাকি, ধিকি ধিকি জ্বলি। ছয় মাস তার মনে আগুনের মতো জ্বলেছি, তারপর এক সময় তাকে ছাই করে ছেড়ে দিয়েছি। এক রাতে আমি ঘুমিয়েছিলাম সে উঠে পড়ে আর গ্যাসের মুখটা খুলে দেয়। আবার চুপ করে এসে শুয়ে পড়ে। এবার বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা।

ইয়াসিন : আচ্ছা! আচ্ছা!

অনীতা : এ্যাঁ? কি ভাবছেন আবার।

ইয়াসিন : কিছু নয়। ভাল কিছু নয়।

অনীতা : তাতো বটেই। কিন্তু ঘটনাটা কি ?

ইয়াসিন : যা বলবেন তাই, ব্যাপারটা কি ? [ইলার দিকে চেয়ে] এবার আপনার পালা। আপনি কি করেছেন।

ইলা : বলেছি, আমার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। শুধু শুধু মাথা বুটেছি, লাভ হয়নি।

ইয়াসিন : হুঁ। ঠিক আছে আপনাকে আমরা সাহায্য করব। ওই যে থেঁতলানো মুখ লোকটা, কে ছিলো ?

ইলা : কে ? - - -কি বলতে চাচ্ছেন ?

অনীতা : আপনি ভালই বুঝতে পারছেন। যাকে দেখলে আপনি ছটফট করে উঠতেন।

ইলা : ওঃ, সে ! আমার বন্ধু।

ইয়াসিন : ওকে ভয় পেতেন কেন ?

ইলা : ওটা আমার ব্যাপার ইয়াসিন সাহেব।

অনীতা : আপনার জন্যই ও আত্মহত্যা করেছিল ?

ইলা : মোটেই না। কি অদ্ভুত কথা বলছেন !

ইয়াসিন : তাহলে ওকে এড়িয়ে যেতেন কেন ? ও গুলী করে নিজের খুলিটা উড়িয়ে দিয়েছিল, দেয়নি ? মুখটা এজন্যই থেঁতলে গেছিল।

ইলা : না, না, দয়া করো, বলোনা।

ইয়াসিন : আপনার জন্য। আপনার জন্য।

অনীতা : আপনার জন্যই ও নিজেকে গুলী করেছিল।

ইলা : ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে ! আমি একা থাকতে চাই ! আমাকে এভাবে কোণঠাসা করা মোটেই সংগত নয় ! আমি যেতে চাই ! আমি যেতে চাই !

[দরজার হাতল ঘোরায়, দরজায় ধাক্কা দেয়]

ইয়াসিন : যান, যদি পারেন। ব্যক্তিগতভাবে এর চেয়ে আমি আর কিছু বলতে পারিনা। পোড়া কপাল দরজাটা তালা দেওয়া।

[ইলা ঘন্টায় চাপ দেয়, ঘন্টা বাজে না। ইয়াসিন ও অনীতা হেসে ওঠে। ইলা বোঁ করে ঘুরে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়]

ইলা : [জড়ান স্বরে বলে] তোমরা জঘন্য, দুজনেই তোমরা এক।

অনীতা : জঘন্য? হাঁ, কথাটা চমৎকার। ওটাই আওড়ান। আপনার জন্যই সে আত্মহত্যা করেছে। আপনি তার উপপত্নী ছিলেন, তাইনা?

ইয়াসিন : নিশ্চয় তাই। আর ও বেচারা তাকে নিজের করে চেয়েছিল। কথাটা ঠিক, তাইনা?

অনীতা : ঠিক পেশাদারের মতো 'টাংগো' নাচতে পারতো, কিন্তু নেংটি ইঁদুরের মতো গরীব ছিল - - -কথাটা এইতো, তাইনা?

[স্বল্প স্তব্ধতা

ইয়াসিন : ও গরীব ছিল, না, ছিল না? সোজাসুজি বলুন।

ইলা : হাঁ, ও গরীব ছিল।

ইয়াসিন : আর আপনি নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন ও এসেছিল এবং তার সংগে পালিয়ে যেতে বলেছিল। তাকে বিদ্রূপ করে মুখের উপর হাসি ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

অনীতা : পাওয়া গেছে। তাকে বিদ্রূপ করেছিলেন। আর তাই বেচারা প্রাণ দিয়ে দিলো।

ইলা : আপনি কি ফ্লোরাকেও তাই করেছিলেন?

অনীতা : হ্যাঁ।

[স্বল্প বিরতি, তারপর ইলা হো হো করে হেসে ওঠে]

ইলা : সব ভুল, আপনারা দুজনেই ভুল করেছেন। [কাঁধটা শক্ত হয়ে আসে, তখনো দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, ওদের দিকে মুখ। ধীরে ধীরে তার স্বর তীক্ষ্ণ তীব্র হয়ে ওঠে] ও একটা সন্তান চেয়েছিল আমার কাছ থেকে। এখন বুঝলেন !

ইয়াসিন : আর আপনি তা চাননি ?

ইলা : আমি মোটেই চাইনি। তবু সন্তান এলো, পোড়া কপাল আমার। পাঁচ মাসের জন্যই সুইজারল্যাণ্ড চলে গেলাম। কেউ কিছু জানতো না। একটা মেয়ে হয়েছিল। বাচ্চাটা যখন হয় রশিদ সংগে ছিল আমার। মেয়ে পেয়ে তো ও খুশীতে বাগ বাগ। কিন্তু 'আমি' খুশী হতে পারলাম না।

ইয়াসিন : আর তারপর ?

ইলা : হ্রদের দিকে একটা ঝোলানো বারান্দা ছিল। বিরাট একটা পাথর নিয়ে এলাম। কি করছিলাম ও সব দেখতে পাচ্ছিল, ও চিৎকার করতে লাগল, ইলা, আল্লার দোহাই. ওটা করো না! 'ওর উপর তখন ঘেন্না এসে গেল। ও সব দেখল। বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে ও দেখছিল, আর দেখলো জলের বৃত্তটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে দূর থেকে দূরে- - -'

ইয়াসিন : হ্যাঁ, হ্যাঁ ? তারপর ?

ইলা : ব্যস। চট্টগ্রামে ফিরে এলাম আর ওর যা করার তাই করলো।

ইয়াসিন : তার মানে, মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিলো ?

ইলা : এটা সত্যি ওর পক্ষে একটা বোকামী। আমার স্বামী কিছুই সন্দেহ করতে পারেনি। [বিরতি]

আঃ, অসহ্য, আপনাদের আমি ঘেন্না করি!
[অশ্রুহীন ফুঁপিয়ে ওঠে]

ইয়াসিন : কোন লাভ নেই। এখানে অশ্রু ঝরে না।

ইলা : আমি ভীতু! কাপুরুষ। [বিরতি] জানেন না আপনারা, কি পরিমাণ ঘৃণা করি আপনাদের!

অনীতা : [তাকে জড়িয়ে ধরে] আহা বাছারে! [ইয়াসিনকে] শোনা শেষ হলো এবার। কিন্তু অপেক্ষমান বিচারকের আশায় চেয়ে থেকে লাভ নেই।

ইয়াসিন : অপেক্ষমাণ বিচারক? [চারিদিক চেয়ে দেখে] নিজের চশমায় আমি অনেক কিছু দেখতে পাই। [বিরতি] কি গরম! [অন্যমনস্কভাবে কোটটা খুলে ফেলে] ওহো, দুঃখিত। [আবার পরতে শুরু করে]

ইলা : ভাববেন না। খালি জামা গায়েই থাকতে পারেন। যেখানে যেমন…

ইয়াসিন : ঠিক বলেছেন। [কোটটা সোফার উপর ছুঁড়ে ফেলে] ইলা, আমার উপর অযথা রেগে যাবেন না।

ইলা : আপনার উপর রাগ করিনি।

অনীতা : আর আমার? আমার উপর রাগ করেছেন?

ইলা : হ্যাঁ।

[স্বল্প স্তব্ধতা]

অনীতা : বেশ, ইয়াসিন সাহেব, এবার আপনি নিশ্চিন্তে আমাদের নগ্ন করতে পারেন। এর চেয়ে ভাল কিছু আর ভাবতে পারেন?

ইয়াসিন : আশ্চর্য। হ্যাঁ, একটু বোধ হয় ভাল। [নরমভাবে] মনে করুন এখন আমরা একে অন্যকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব কি?

অনীতা : সাহায্যের দরকার নেই আমার।

ইয়াসিন : অনীতা, ওরা ওদের প্যাঁচটা খুব চালাকীর সংগে কষেছে, ঠিক জালের মতো ছড়িয়ে দিয়েছে। আপনি একটু নড়লে, বা হাত তুললে আমি এবং ইলা বেশ বিব্রত বোধ করি। একা আমরা কেউই বাঁচতে পারবো না, আমরা ভীষণভাবে একে অন্যের সংগে সংযুক্ত। অতএব নিজেরটা বেছে নিতে পারেন [বিরতি]। আরে? কি হচ্ছে আবার?

অনীতা : ওরা ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। জানালাটা সম্পূর্ণ খোলা, একজন মানুষ আমার বিছানার উপর বসে। আমার বিছানা ওটা, উঠবেন দয়া করে! ভাড়া দিয়েছে, ভাড়া! ভেতরে এসো, এসো ভেতরে এসো, স্বচ্ছন্দে এসো, জানোয়ার কোথাকার! আঃ, একটা মেয়েও আছে দেখছি। মেয়েটা তার কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, হাত দুটো দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরছে···ধুত্তোর, বাতিটা নিবিয়ে দিচ্ছে না কেন? অন্ধকার হয়ে আসছে। ও মেয়েটা কে চুমু খেতে যাচেছ। কিন্তু ওটা আমার ঘর, আমার ঘর। গাঢ় অন্ধকার এখন। কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ওদের ফিসফিস শুনতে পাচিছ, ফিস ফিস করে কথা বলছে ওরা। ওকে আমার বিছানার উপরই

মেয়েটাকে পেতে চাচ্ছে? মেয়েটা কি বললো? এখন দুপুর, আকাশে সূর্য জ্বলছে? আমি নিশ্চয় অন্ধ হয়ে যাবো। [বিরতি] নিষ্প্রদীপ অন্ধকার। দেখতেও পাচ্ছি না, শুনতেও পাচ্ছি না। পৃথিবীর সংগে সব দেনা-পাওনা আমার চুকে গেল দেখছি। আর কোন বাঁধন রইলো না আমার! [কেঁপে ওঠে] এতো শূন্য, এতো বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে, সত্যি, শেষে মরলাম। এখন আমার সব কিছু এখানে, এই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে। [বিরতি] কি বলছিলেন যেন? আমাকে সাহায্য করবেন নাকি?

ইয়াসিন : হ্যাঁ।

অনীতা : সাহায্য করবেন, কিসের জন্য?

ইয়াসিন : ওদের শয়তানী কৌশলকে হার মানানোর জন্য।

অনীতা : আর প্রতিদানে আমার কাছে কি আশা করেন?

ইয়াসিন : আমাকে সাহায্য করবেন। একটুখানি সাহায্য দরকার, অনীতা। শুধু একটু মানবিক অনুভূতি দরকার।

অনীতা : মানবিক অনুভূতি। আমার সাধ্যের অতীত। আমার কিছু নেই, মর্মান্তিকভাবে ফুরিয়ে গেছি।

ইয়াসিন : আর আমি? [বিরতি] একই রকম, তবু একবার চেষ্টা করে দেখি।

অনীতা : কোন লাভ নেই। সব শুকিয়ে গেছে। কিছু দিতেও পারি না, নিতেও পারি না। কিভাবে সাহায্য করবো? শুকনো একটা খড়, জ্বলবার জন্য প্রস্তুত। [চুপ করে যায় ইলার দিকে চেয়ে, ইলা তখন দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে] ফ্লোরা ফর্সা ছিল, বেশ সুন্দরী ছিল।

ইয়াসিন : এই তরুণীই যে আপনার নির্যাতনকারিণী এটা আপনি মনে করেন ?

অনীতা : হয়তো আমার আন্দাজ তাই।

ইয়াসিন : এর মাধ্যমেই ওরা আপনাকে পাবে। আমি, অবশ্য, আমি আলাদা···বড্ডো একা। ওর জন্য মাথা ব্যথা নেই। আচ্ছা একবার চেষ্টা করে দেখুন না······।

অনীতা : তাই নাকি ?

ইয়াসিন : এটা একটা ফাঁদ। ওরা লক্ষ্য করছে আপনি কোনমতে এর মধ্যে পড়েন কিনা।

অনীতা : জানি। আর আপনিও একটা ফাঁদ। আপনি কি মনে করেন আপনি যা বলছেন এর প্রত্যেকটা শব্দ আগে থেকেই ওরা জানতো না ? আর আমরা দেখতে পাচ্ছি না তাই, কিন্তু সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অজস্র খাদ। এখানকার সব কিছু চোরা ফাঁদ। আমিও খাদ একটা। ওর জন্য, অবশ্য। আর আমি বোধ হয় ওকে ধরতেও পারবো।

ইয়াসিন : আপনি কিছুই ধরতে পারবেন না। আমরা একে অন্যের পেছনে ঘুরছি, বারবার ফিরে আসা পাকের মধ্যে, বৃত্তের চারপাশে ঘুর পাক খাওয়া ঘোড়ার মতো। এটাই ওদের পরিকল্পনা অবশ্য, বাদ দিন, অনীতা। হাত দুটো খুলে ধরুন আর সব কিছু বলে যাক। তা না হলে আপনি আমাদের তিন জনের জন্য বিপদ টেনে আনবেন।

অনীতা : আমি সহজেই সব কিছু ছেড়ে দিই, আমাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে? আমি জানি আমার জন্য আবার কি আসছে। আমি আগুন জ্বালাতে যাচ্ছি, আর এ আগুন চিরকাল জ্বলবে। হ্যাঁ, আমি সব জানি। কিন্তু আপনি কি মনে করেন আমি ছেড়ে দেব? ওকে আমি ধরব, ও আমার চোখ দিয়ে আপনাকে দেখবে, ফ্লোরা যেভাবে ঐ লোকটাকে দেখেছিলো। আমার মধ্যে সহানুভুতির উদ্রেক করিয়ে লাভ কি? সত্যি বলছি আমি সব জানি এবং আমি নিজের জন্যও দুঃখিত নই। ফাঁদ! আমি কি জানি না যে আমি ফাঁদে পড়েছি এবং আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আর আমার করার কিছুই নেই। আর এটা ওদের কাহিনীর জন্যে মানানসই হলে, ভালই হবে।

ইয়াসিন : ঠিকই, যাহোক, আমি আপনার জন্যও দুঃখিত। তাকান আমার দিকে, আমরা নগ্ন, সর্বাংগ নগ্ন আর আমি আপনার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। আর আমাদের মধ্যে এই একটি মাত্র যোগসূত্র। আপনি কি মনে করেন আমি আপনাকে আঘাত দিতে চাইবো? কিছুর জন্যই আমার দুঃখ নেই, আমিও শুকিয়ে গেছি। কিন্তু আপনার জন্য এখনো করুণা জাগে।

অনীতা : [ঘাড়ের উপর রাখা হাতটা ঝেড়ে ফেলে দেয়] খবরদার। প্যাঁচে পড়া আমি পছন্দ করি না। আর আপনার করুণা আপনার জন্যই থাক। ভুলে

যাবেন না ইয়াসিন সাহেব, ফাঁদ আপনার জন্যও আছে। এই ঘরেই। সব কিছুই আপনার জন্য সুন্দরভাবে সাজানো আছে। নিজের দিকে খেয়াল রাখলেই বরং ভাল করবেন [বিরতি] কিন্তু আমাকে আর এই বেচারাকে যদি শান্তিতে থাকতে দেন, তবে দেখব আপনার কোন ক্ষতি যেন আমরা না করি। আমরাও নিশ্চিন্তে থাকবো।

ইয়াসিন : [মুহূর্তের জন্য তার দিকে একটু চেয়ে দেখে, তারপর কাঁধ ঝাঁকায়] বেশ।

ইলা : [মাথা উঠিয়ে] প্লিজ, ইয়াসিন সাহেব।

ইয়াসিন : আমার কাছে কি চান ?

ইলা : [উঠে এগিয়ে যায়] আপনি অবশ্য আমাকে সাহায্য করতে পারেন।

ইয়াসিন : সাহায্য যদি চান, তবে ওর কাছে যান।

[অনীতা উঠে এসে ইলার পেছনে দাঁড়ায়, তবে স্পর্শ করে না। ঠিক কানের কাছে মুখ রেখে পরবর্তী কথাগুলো বলে। কিন্তু ইলা চেয়ে থাকে ইয়াসিনের দিকে, সে তাকে নীরবে নিরীক্ষণ করে, ইলা তার জবাবে এমনভাবে কথা বলে যেন মনে হয় ইয়াসিনই তাকে শুধাচ্ছে]

ইলা : দোষ আপনার ইয়াসিন সাহেব…আপনি কথা দিয়েছিলেন, দেননি ? তাড়াতাড়ি সাহায্য করুন। আমি একা থাকতে চাই না।……তাকে ওরা ক্যাবারেতে নিয়ে গেছে।

অনীতা : কাকে ?

ইলা : ……ওঃ, ওরা এখন একসংগে নাচছে।

অনীতা : কেন ?

ইলা : এতোই বোকা। আমাকে ডেকেছিল তার ঝলমলে নদী বলে, খেয়ালে। আমাকে ভীষণ ভালোবাসতো…সে ওকে আজ রাতে তার সংগে বের হওয়ার জন্য বুঝিয়েছে।

অনীতা : ওকে আপনি ভালবাসেন ?

ইলা : ওরা এখন বসে আছে। পায়রার মতো বক বকম করছে। মেয়েটা কি বোকা ওকে নাচার জন্য তাড়া দিচ্ছে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি সে কমানোর জন্য করছে—না, আমি অবশ্য ওকে ভালোবাসি না, ওর বয়স মাত্র আঠারো বছর, আর আমিও ছেলে-ধরা নই।

অনীতা : তাহলে ওদের নিয়ে অতো ভাবছেন কেন ? কি এমন তফাৎ ওতে ?

ইলা : ও আমার ছিল।

অনীতা : পৃথিবীর কোন কিছুই এখন আর আপনার নয়।

ইলা : বলছি ও আমারই ছিল। একান্ত আমার।

অনীতা : এক সময় ও আপনার ছিল। কিন্তু এখন—ওকে শোনাতে চেষ্টা করুন, ছোঁয়ার চেষ্টা করুনতো। ‥ও ওকে ছুঁতে পারে। যতক্ষণ যেমন ইচ্ছা কথা বলতে পারে, এই হলো ব্যাপার তাই না ? ও ছেলেটার হাতে দিতে পারে, নিজের দেহটা ওর সাথে মিলিয়ে দিতে পারে—

ইলা : হ্যাঁ দেখুন! ওর বিশাল ভারী বুক দুটো ছেলেটার বুকে চেপে ধরেছে, আদর করছে, ফিস ফিস করছে। কিন্তু, হায়রে আমার হতভাগ্য মেষ, দেখতে পাচ্ছ না ও কি অদ্ভুত, বেহায়া, হেসে উঠছো না কেন? ওঃ, একবার যদি তাকাতে পারতাম, ও একেবারে মিইয়ে যেতো। আমার জন্য সত্যি কিছু নেই, কিছুই নেই?

অনীতা : একেবারে কিছু না। পৃথিবীতে কিছু পড়ে নেই। এমনকি একটা ছায়াও নেই। আপনার যা কিছু সব এখানে। কাগজকাটা ছুরিটা লাগবে আপনার? অথবা তাকের ঐ জিনিসটা? ওই নীল চেয়ারটা আপনার। আর আমি, বন্ধু আপনার, চিরদিন আপনার।

ইলা : আপনি আমার! চমৎকার। আপনাদের দুজনের মধ্যে কে আমাকে তার ঝলমলে নদী বলে ডাকবেন, স্বচ্ছ নদীর নারী? আমার সম্পর্কে আপনারা অনেক জানেন, আমি আগাগোড়া নষ্ট—প্রিয়তম, আমার কথা ভাবো, আমার উপর তোমার ভাবনা নিবদ্ধ করো, আমাকে বাঁচাও। তুমি ভাবছো, 'আমি তোমার ঝলমলে নদী, স্বচ্ছ নদীর নারী।' আমার অর্ধেক এখানে, আমি অর্ধেক বদমাস, আমার অর্ধেক তোমার সংগে, পরিষ্কার উজ্জ্বল স্বচ্ছ জলের নদী·· ওঃ একবার ওর মুখের দিকে চাও, সব লাল, পাকা টমেটোর মতো! না, বাজে, তুমি আমি দুজনেই ওকে নিয়ে হেসেছি, বারবার···কি সুর ওটা, আমি সব সময় ভাল

বাসতাম? হ্যাঁ, চম্পাবতীর—ঠিক আছে, নাচো, নাচো। ইয়াসিন, আপনি যদি দেখতেন, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেতো। শুধু সে কোন দিন জানতে পারবে না, আমি তাকে দেখছি। হ্যাঁ, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি মুটকী, চুড়া বাঁধা চুল, নেশায় চোখ যেন ঢুলু ঢুলু। একি, ওর পায়ে চাপ দিচ্ছ কেন? ওঃ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। দৌড়াও। শীগ্রি করো। শীগ্রি করো। মেয়েটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, দুমড়ে মুচড়ে ওকি করছে, জঘন্য, জঘন্য! ও বলতো আমি নাকি খুব হালকা আমার সংগে নাচতে ও খুব ভালবাসতো। [ইলা নাচতে নাচতে কথা বলছে] আমি বলছি, অসিতা, আমি দেখতে পাচ্ছি। না, কোন তোয়াক্কাই করছেনা, আমার চোখের সামনেই নাচছে। ওকি? ওটা কি বললে? 'হতভাগী ইলা'? অতো দেমাগী হয়ো না। শবযাত্রায় এক ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেলতে পারেনি··· আর অসিতা, তুমি তোমার হতভাগিনী বন্ধু ইলা সম্পর্কে বলার সাহস হলো! ওর সংগে কথা বলছে কেন? হ্যাঁ ঠিক আছে, শুধু তালটা রাখো। অসিতা একই সাথে কথা বলতে আর নাচতে পারে না। ওঃ, ওটাকি···? না, না বলো না। প্লিজ, প্লিজ বলো না। অসিতা ওকে তোমার কাছে রাখো, যা ইচ্ছে তাই করো, কিন্তু প্লিজ ও সম্পর্কে বলো না—হ্যাঁ ওটা। [নাচ থেমে

গেছে তার] ঠিক আছে। ওকে নিতে পারো তুমি। বলুনতো এটা অন্যায় নয়, ইয়াসিন সাহেব। অসিতা, সব বলে দিয়েছে, রশিদ সম্পর্কে, ঢাকায় যাওয়া, বাচ্চাটা সব, সব বলে দিয়েছে। “হতভাগিনী ইলা এমন ছিল না—” না, আমি অমন ছিলাম না। সত্যি তাই ওকে গম্ভীর মনে হচ্ছে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, সন্দেহ হলে যেমন হয়, তেমন যেন আশ্চর্য হয়নি সে। রাখো তোমার কাছে, তার ঐ আয়ত চোখ আর মেয়েলী মুখের জন্য অসিতা তোমার সংগে আর ঝগড়া করবো না। তোমার জন্যই এখন ওগুলো রইলো। ওর ঝলমলে নদী, স্বচ্ছ অতসী। জানো, স্বচ্ছতাও একসময় ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ‘হতভাগিনী ইলা’। নাচো, নাচো, নাচো। নেচে যাও। কিন্তু তাল রেখে এক, দুই। এক, দুই। আঃ আমি যদি মুহূর্তের জন্য পৃথিবীতে যেতে পারতাম, ওর সংগে নাচতে পারতাম। [সে আবার কিছুক্ষণের জন্য নাচে] সংগীত মিলিয়ে যাচ্ছে। টাংগো নাচার আগে যেমন বাতি নিবিয়ে দেয়, তেমনি বাতি নিবিয়ে দিচ্ছে। অতো নরম করে বাজাচ্ছে কেন ওরা? জোরে বাজাও, প্লিজ। শুনতে পাচ্ছি না। এতো দুরে, এতো দুর এখান থেকে। আমি—আমি কোন শব্দই শুনতে পাচ্ছি না। [নাচ বন্ধ করে দেয়] নাচ শেষ। সব শেষ হয়ে গেল। পৃথিবী আমাকে ছেড়ে দিল।

[ইয়াসিনকে] আমার দিক থেকে মুখ ফেরাবেন না··· প্লিজ। আপনার দুহাত দিয়ে ধরুন।

[ইলার পেছন থেকে ইয়াসিনকে সরে যেতে বলে অনীতা]

অনীতা : [আদেশের স্বরে] তাহলে এবার, ইয়াসিন !

[ইয়াসিন এক পা পিছিয়ে যায়, ইলা দৃষ্টিক্ষেপ করে অনীতার দিকে চায়]

ইয়াসিন : আমাকে না বলে ওঁকে বলুন।

ইলা : [জড়িয়ে ধরে ইয়াসিনকে] মুখ ফেরাবেন না। আপনি একজন পুরুষ, তাইনা, আর আমাকে দেখে ভয় পাবারও কিছু নেই। সবাই বলে আমার চুলগুলো নাকি খুব সুন্দর, তাছাড়া, আমার জন্য একজন পুরুষ অন্তত আত্মহত্যা করেছে। একটা কিছুতো দেখতে হবে, এখানে এই নবাবী সোফা, মূর্তি আর ঐ টেবিল ছাড়া আর কি আছে, কি দেখবেন ? অন্তত ওগুলোর চেয়ে আমি দেখতে অনেক সুন্দর। শোন ! নীড় থেকে বিচ্যুত পাখীর মতো, ওদের হৃদয় থেকে আমি খসে পড়েছি। আমাকে কুড়িয়ে নাও, প্রিয়তম, হৃদয়ে ঠাঁই দাও··· আর আমি কতো সুন্দর তখন বুঝতে পারবে।

ইয়াসিন : [নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় ধস্তাধস্তি করে] আমাকে না বলে ওই ভদ্রমহিলাকে বলুন।

ইলা : ওকে। ওকে নিয়ে কি করব, ওতো মেয়ে মানুষ।

অনীতা : আমাকে নিয়ে কি করবে ? এতক্ষণ এই ভাবা হচ্ছিলে ? কিন্তু নীড় থেকে বিচ্যুত পক্ষীশাবক

আমার, যদিও তুমি জানো না, তবু তুমি সেই অনাদিকাল থেকে আমার হৃদয়ে ঠাঁই নিয়েছ। ভয় পেয়ো না ; আমি চিরকাল তোমার দিকে চেয়ে থাকবো, চোখের পাতা আমার পড়বেনা, আর সূর্যরশ্মিতে পতংগের মতো তুমি আমার দৃষ্টিতে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

ইলা : সূর্যরশ্মি, বাঃ! বাজে কথা বলো না। ও চালাকী আগেও খাটাতে চেয়েছ কিন্তু কাজে লাগেনি।

অনীতা : ইলা! আমার ঝিলমিল নদী। আমার স্বচ্ছ জলের ধারা!

ইলা : তোমার স্বচ্ছ জলের ধারা! বীভৎস! এই সব আবোল তাবোল বলে আমাকে ঠকাতে চাচ্ছ? আমার ছেলেকে কি করেছিলাম, এখন সবাই জানে। স্থির স্বচ্ছতা ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, তবু আমি তোয়াক্কা করিনা। আমি এখন প্রাণহীন পুতুল, আমার যা কিছু সব এখন বাইরে, তবু তোমার জন্য নয়।

অনীতা : এসো, আমার কাছে এসো ইলা। যা ইচ্ছে তাই হও : ঝিলমিল নদী, পাঁক ভরা নদী। আর আমার চোখের অতল গভীরে তুমি তোমাকে যেমন দেখতে চাও তেমনি দেখতে পাবে।

ইলা : আঃ শান্তিতে থাকতে দাও। তোমার চোখই নেই। ধুত্তোর, তোমার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কিছুই নেই? হুঁ, বুদ্ধি পেয়েছি। [সে অনীতার মুখে থুতু দেয়] এই দেখো!

অনীতা : ইয়াসিন, এর খেসারত তোমাকে দিতে হবে।

[বিরতি। ইয়াসিন কাঁধ ঝাঁকায়, তারপর ইলার কাছে যায়]

ইয়াসিন : তাহলে তুমি একজন পুরুষ মানুষ চাও ?

ইলা : সবাইকে না তোমাকে।

ইয়াসিন : বক বক করো না। যে কোন লোক হলেই তোমার চলে। যেহেতু আমিই আছি, অতএব আমাকেই তোমার দরকার। তাইনা ! [ইয়াসিন তার কাঁধ ধরে] মনে রেখো, আমি তোমার মতো নই, সত্যি বলছি, হুহু খোকাও নই, আর আমি ট্যাংগো নাচতেও জানি না।

ইলা : তুমি যেমন আছ তেমনি চাই। আর তোমাকে বদলাতেও হয়তো পারবো।

ইয়াসিন : আমার সন্দেহ আছে। আমি খুব বেশী খেয়ালও করবো না ! আমার ভাবনার আরো অনেক কিছু আছে।

ইলা : কি জিনিস ?

ইয়াসিন : তোমার ভাল লাগবে না।

ইলা : তোমার সোফার উপর বসে তুমি যেন চাও, তার জন্য অপেক্ষা করবো। কসম করে বলছি তোমাকে জ্বালাতন করবো না।

অনীতা : [তীক্ষ্ণ হেসে] ঠিক বসে বসে মাদি কুত্তার মতো গা চাটবে। হতচ্ছাড়ী। ফুস ফুস আর গুজ গুজ, কি এমন আছে ওর !

ইলা : [ইয়াসিনকে] ওর কথা শুনো না ইয়াসিন। ওর চোখ নেই, কান নেই। কিছু নেই···ও কিছু না।

ইয়াসিন : যা পারি আমি তাই দেবো। এমন কিছু নয় সেটা। তোমাকে ভালোবাসা হবে না, তোমাকে ভালোভাবে চিনি।

ইলা : আচ্ছা, আমাকে তুমি চাও?

ইয়াসিন : হাঁ।

ইলা : আর প্রশ্ন করবো না।

ইয়াসিন : সে ক্ষেত্রে···[ইয়াসিন ইলার দিকে নত হয়]

অনীতা : ইলা! ইয়াসিন! তোমরা পাগল হলে দেখছি। তোমরা একাই নও। আমিও আছি।

ইয়াসিন : নিশ্চয়···তাতে কি হয়েছে?

অনীতা : আমার চোখের সামনে? তোমরা পারো না—কিছুতেই পারো না।

ইলা : কেন? আমার চাকরাণীর চোখের সামনে প্রায়ই আমি নগ্ন হই।

অনীতা : [ইয়াসিনের বাহু আকড়ে ধরে] ওকে ছেড়ে দাও। তোমার পুরুষালী ঐ নোংরা হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরো না।

ইয়াসিন : [জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে] নিজের চরকায় তেল দাও। আমি ভদ্রলোক নই আর মেয়েমানুষকে আঘাত করার ব্যাপারে কোন সংস্কারও আমার নেই।

অনীতা : কিন্তু আমার কাছে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে, শপথ

করেছিলে। আমি শুধু তোমার কথা রাখতে বলছি।

ইয়াসিন : কেন, রাখব, খেয়াল করে দেখো তুমিই প্রথম চুক্তি ভংগ করনি ?

[অনীতা সম্পূর্ণ ঘুরে, ঘরের এক কোণে দুরে চলে যায়]

অনীতা : ঠিক আছে, যা তোমার ভালো লাগে করো। আমি দুর্বল পার্টি, দুয়ের বিরুদ্ধে এক। কিন্তু ভুলে যেয়ো না আমি আছি আর দেখছি। তোমার দিক থেকে চোখ আমি ফেরাবোনা, ইয়াসিন ; ওকে যখনই চুমু খাবে, একঘেঁয়েমী এসে যাবে তোমার। হঁা, ইচ্ছামতো নাও, প্রেম করো, শেষ করে দাও। আমরা দোজখে আছি, আমারও পালা আসবে।

[পরবর্তী দৃশ্যে অনীতা কথা বলেনা, নীরবে ওদের নিরীক্ষণ করে]

ইয়াসিন : [ইলার কাছে এসে কাঁধ দুটো ধরে] এবার। এবার তোমার ঠোঁট দুটো। ঠোঁট দুটো দাও।

[স্বল্প বিরতি। চুমু খেতে মুখ নামায়, হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ায়]

ইলা : [অধৈর্য হয়ে] একি ! [বিরতি] বলেছিলাম না যে ওর দিকে চেয়ো না ?

ইয়াসিন : বুঝতে ভুল করেছ। [স্বল্প বিরতি] জ্ঞানেন, জ্ঞানেন ফিরে এসেছে প্রেসের ঘরে। ওরা জানলা বন্ধ করে দিয়েছে, নীচে বোধ হয় শীত। ছয় মাস।

ছয়টা মাস আমি···আচ্ছা আমি তো তোমাকে বলেছিলাম মাঝে মাঝে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাব, বলিনি ? ওরা কাঁপছে, কোটগুলো গায়ে আছে। মজার ব্যাপার আমার যখন গরম লাগছে ওদের তখন ঠাণ্ডা লাগছে। আরে, ওযে আমার কথাই বলছে।

ইলা : কতক্ষণ চলবে এটা ? [স্বল্প বিরতি] ওরা কি বলছে অন্তত সে কথাটা বলো।

ইয়াসিন : কিছু না। বলার মতো কিছু না। শুয়োরের বাচ্চা। [কান পেতে শোনে] শালা শয়তান, শুয়োরের বাচ্চা। [সে ইলার দিকে ফিরে দাঁড়ায়] এসো আমরা ফিরে আসি আমাদের দিকে। তুমি কি আমাকে ভালোবাসতে চাচ্ছ ?

ইলা : [মৃদু হেসে] আশ্চর্য !

ইয়াসিন : আমাকে বিশ্বাস করবে ?

ইলা : কি ছেলেমানুষী করছ ! এটা কি একটা প্রশ্ন হলো। তুমি সব সময় আমার সামনে আছ, অনীতাকে আর ভয় পেতে হবে না, তুমি আমার থাকবে।

ইয়াসিন : নিশ্চয়ই। [বিরতি]। ইলার ঘাড় থেকে হাত সরিয়ে নেয়] অন্য রকম বিশ্বাসের কথা ভাবছিলাম। [কান পেতে শোনে] বল, যত পারিস বল, শুয়োর কোথাকার ! নিজের কিছু বলার জন্য তো আমি ওখানে নেই। [ইলাকে] ইলা, তোমার বিশ্বাস আমাকে দাও।

ইলা : কি বাজেই না বকতে পার ! তোমাকে দিচ্ছি আমার মুখ ঠোঁট, আমার সর্বাংগ···আর এতো সহজেই সব কিছু···। তবু বিশ্বাস ! এর বেশী দেবার আর কিছু নেই আমার। আমার ভয় হচ্ছে তুমি যেন আমাকে অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দিচ্ছ। তোমার মধ্যে নিশ্চয় এমন একটা কিছু আছে যাব জন্য তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না।

ইয়াসিন : ওরা আমাকে গুলী করে মেরেছে।

ইলা : জানি। কারণ তুমি লড়াই করতে চাওনি। আচ্ছা, করবে না কেন ?

ইয়াসিন : আমি···আমি সত্যিকার অস্বীকার করিনি। [দূর থেকে যেন বলছে] চমৎকার বলছে, স্বীকার করতেই হবে, আমার বিরুদ্ধে সুন্দর ঘটনা সাজিয়েছে, কিন্তু এ না করে কি করতাম, তাতো বললো না। তাহলে কি জেনারেলের কাছে গিয়ে বলতে হতো 'জেনারেল আমি লড়াই করতে অনিচ্ছুক'—বাজে চাতুরী, ওরা আমাকে সংগে সংগে তালা দিয়ে আটকাতো। কিন্তু আমি আমার রূপ দেখাতে চেয়েছিলাম, আমার সত্যিকার রূপ, বুঝলে ? আমি নির্বাক হতে চাইনি। [ইলাকে] আর তাই·· আমি ট্রেন ধরলাম·····ওরা আমাকে সীমান্তে ধরে ফেললো।

ইলা : যেতে চাচ্ছিলে কোথায় ?

ইয়াসিন : অনেক দূরে। আর সেখান থেকে শান্তিবাদী একটা কাগজ চালাতে চেয়েছিলাম। [স্বল্প বিরতি] আচ্ছা কথা বলছ না কেন ?

ইলা : কি বলব ? লড়াই না করে ঠিক করেছ। [নিরুপায় ভংগী করে ইয়াসিন] কিন্তু, বন্ধু, কি বলব, তুমি কি শুনতে চাও, না জেনে আন্দাজে কি করে বলব ?

অনীতা : আন্দাজ করতে পারো না ? হুঁ, আমি পারি। ইয়াসিন বলতে চায় যে সে খাঁচায় পড়া সিংহের মতো আটকা পড়ে গেছিল, এটা তুমি বলো। 'খিল' এঁটে গেছিল, আর ওটাই তাকে খোঁচাচ্ছে।

ইয়াসিন : 'খিল আঁটা', 'পালিয়ে যাওয়া' এর উপর অযথা ঝগড়া করা।

ইলা : কিন্তু তোমাকেতো পালিয়ে যেতে হয়েছিল। তুমি থেকে গেলে ওরা ধরে জেলে পাঠিয়ে দিতো, তাই না ?

ইয়াসিন : তা ঠিক। [স্তব্ধতা] আচ্ছা, ইলা, আমি কি কাপুরুষ ?

ইলা : কি করে বলি ? অতো অধৈর্য হয়ো না বন্ধু, আমিতো তোমার মধ্যে ঢুকতে পারি না। ওটা তুমি নিজেই ঠিক করো।

ইয়াসিন : [চিন্তান্বিতভাবে] আমি ঠিক করতে পারছি না।

ইলা : যেমন করে হোক স্মরণ করো। তুমি যা করেছ নিশ্চয় তার জন্য কোন না কোন যুক্তি নিশ্চয় আছে

ইয়াসিন : ছিল

ইলা : তাহলে

ইয়াসিন : কিন্তু ওটা কি সংগত যুক্তি ছিল ?

ইলা : তোমার মনটা বড্ডো খাপ্পা, বিপদটা হয়েছে এখানে। আবোল তাবোল বিষয় ভাবো বেশী।

ইয়াসিন : বার বার ভেবে দেখছি, যুক্তি দাঁড় করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য কি তাই ছিল ?

অনীতা : ঠিক। এটাই হলো আসল কথা। ওটা কি তোমার আসল উদ্দেশ্য ছিল ? তোমার নিজের সংগে এ নিয়ে যুক্তির অবতারণা করেছ, পুংখানুপুংখরূপে বিচার করে দেখেছো আর তারপর তুমি যা করেছ তার জন্য ভাল কারণ খুঁজে বের করেছ। কিন্তু মানুষের ভয় ঘৃণা, ছোট ছোট নোংরা প্রবৃত্তিসমূহ মানুষকে অন্ধকারে রাখে—ওগুলোও তোমার উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে। অতএব চালিয়ে যাও, জনাব ইয়াসিন, কিন্তু একেবারের জন্যও হলে একটু সৎ হও।

ইয়াসিন : তোমাকে সেটা বলতে হবে নাকি ? আমার কারাকক্ষে সারাদিন রাত জানলা থেকে দরজা, দরজা থেকে জানলায় পায়চারী করেছি। মনটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, গোয়েন্দার মতো নির্মমভাবে চুলচেরা বিচার করেছি। সব কিছুর শেষে দেখলাম, সারাটা জীবনই এক জটিলতায় ভরা। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই —আমি যা বুঝেছি তাই করেছি সীমান্তে যাওয়ার জন্য ট্রেনও ধরেছি। কিন্তু কেন ? কেন ? শেষে ভেবেছি, মৃত্যুই এর সমাধান করবে। মৃত্যুকে যদি বীরের মতো মেনে নিই, কেউ আমাকে অন্তত কাপুরুষ বলবে না।

অনীতা : মৃত্যুর মুখে দাঁড়ালে কিভাবে ?

ইয়াসিন : দুঃখজনক! ধিক্কারজনক! [অনীতা হেসে ওঠে] ওঃ, শুধু শরীরটাই শেষ হলো। সবার বেলায় তাই হয়। এর জন্য লজ্জা নেই আমার। শুধু সব জিনিসটাই রয়ে গেল একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে, চিরকাল রয়ে গেল। [ইলাকে] এখানে এসো, ইলা। চেয়ে দেখো। ওরা পৃথিবীতে যখন আমার সম্পর্কে বলছে তখন আমি অনুভব করতে চাই অন্তত কেউ আমার দিকে চেয়ে আছে। সবুজ চোখ আমার ভাল লাগে।

অনীতা : সবুজ চোখ! ঝুলে পড় গলায়। আর তুমি, ইলা, কাপুরুষকে পছন্দ করো ?

ইলা : আমি থোড়াই তোয়াক্কা করি। কাপুরুষ অথবা বীর সব আমার কাছে সমান—শুধু যদি ভালোবাসে।

ইয়াসিন : ওই তো ওরা ওখানে, চেয়ারে কুঁকড়ে বসে আছে, সিগারেট চুষছে। কি অবসন্ন মনে হচ্ছে। আধো আধো তন্দ্রা। ওরা ভাবছে : ইয়াসিন একটা কাপুরুষ। কিন্তু অস্পষ্ট ছায়া ছায়া, ঘুমের ভিতর হয়তো। আমার প্রিয়তম বন্ধুরা শেষে এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যেই ওরা বলবে, ‘অপদার্থ, ওই ইয়াসিনটার মতো কাপুরুষ’। তোমরা ভাগ্যবতী, তোমরা দুজনেই, পৃথিবীতে তোমাদের কথা কেউ ভাবছে না। কিন্তু আমি। আমি ধুঁকে ধুঁকে মরছি।

অনীতা : তোমার স্ত্রীর খবর কি ?

ইয়াসিন : ওঃ বলিনি ? সে মারা গেছে।

অনীতা : মারা গেছে ?

ইয়াসিন : হ্যাঁ, কেবলই মারা গেল। এই মাস ছয়েক হলো।

অনীতা : দুঃখে ?

ইয়াসিন : আর কিসের জন্য মরবে ? বুঝতেই পারছ এখন, সবই ভালর জন্য ; যুদ্ধ শেষ, বৌটা মারা গেল, আর ইতিহাসে আমার নামটাও লেখা হলো। [অশ্রুরুদ্ধ শব্দ ওঠে ইয়াসিনের, হাত দিয়ে মুখটা ঢাকে, ইলা তার বাহু ধরে]

ইলা : আহারে হতভাগ্য প্রিয়তম। চাও, দেখো। আমাকে ছোঁও, ছুঁয়ে দেখো। [ইলা ওর হাতটা নিয়ে তার গলায় রাখে] রাখো ! হাতটা ওখানেই রাখো। [নিরুপায়ভাবে সরে যায়] না, সরে যেওনা লক্ষ্মীটি। ওরা যা ভাবছে ভাবুক তুমি চিন্তা করছ কেন ? একে একে ওরাও মরবে। ভুলে যাও ওদের। এখন শুধু আমি আছি, একা আমি।

ইয়াসিন : কিন্তু আমাকে ওরা ভুলবে না, কিছুতেই না ! ওরা মারা যাবে, তারপর অন্যেরা আসবে, আর এ কাহিনী আবহমানকাল ধরে বয়ে যাবে। ওদের হাতেই আমার ভাগ্যটা ছেড়ে দিয়েছি।

ইলা : তুমি বড্ডো বেশী ভাবো, এটাই তোমার অসুবিধে ।

ইয়াসিন : আর কি করব বলো ? একসময় কাজের লোক ছিলাম…ওঃ একবার শুধু একবার, একদিনের

জন্যও যদি ওদের কাছে যেতে পারতাম মিথ্যে বলার জন্য সব ক'টা দাঁত ওদের উপড়ে ফেলতাম। কিন্তু আমি হাতেপায়ে বাঁধা, আর ওরা বিনা ভাবনায় চিন্তায় আমার সম্পর্কে সুন্দর বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে, অবশ্য ঠিকই করছে, আমি তো মরেই গেছি। মরে গেছি—আমার সব শেষ হয়ে গেছে। [হাসে] অতীত স্মৃতি শুধু।

[ক্ষণ বিরতি]

ইলা : [কোমল স্বরে] ইয়াসিন।

ইয়াসিন : আবার? শোন! আমার জন্য একটা কাজ করো। না, পিছিয়ে যেয়ো না। কেউ তোমার কাছে সাহায্য চাইছে দেখলে তোমার আশ্চর্য লাগবে জানি, তুমিতো এতে অভ্যস্ত নও। কিন্তু তুমি যদি চেষ্টা করো। সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চেষ্টা করো, আমি জানি আমরা সত্যি একে অন্যকে ভালবাসতে পারবো। দেখো এইভাবে করো। হাজার জন বলছে আমি কাপুরুষ, কিন্তু সংখ্যায় কি হয়? কিন্তু কেউ যদি বলে, অন্তত একজন বলে, আমি পালিয়ে যাইনি, পালানোর মতো লোক আমি নই, আমি ভদ্র নম্র সাহসী, বাকীরা যতই বলুক, হ্যাঁ, এই একজনের বিশ্বাসই আমাকে বাঁচাতে পারে। আমার উপর তোমার বিশ্বাস রাখবে? তাহলে আমিও ভালবাসব, আদর করবো। ইলা…করবে?

ইলা : [হেসে] হায়রে খোদা, তুমি কি মনে করো আমি কাপুরুষকে ভালবাসতে পারি ?

ইয়াসিন : কিন্তু একটু আগেইতো বললে···

ইলা : তোমাকে শুধু বিদ্রূপ করছিলাম। আমি পুরুষকে পছন্দ করি, বন্ধু, সত্যিকার পুরুষ, খসখসে চামড়া আর শক্ত হাত। তোমার তো কাপুরুষের চিবুক, বা কাপুরুষের মুখ, বা কাপুরুষের স্বর, বা কাপুরুষের চুল নেই। আর তোমার ঐ মুখ, তোমার চুল, তোমার স্বরের জন্যই তোমাকে আমি ভালবাসি।

ইয়াসিন : সত্যি বলছ ? বল সত্যি ?

ইলা : কসম খাবো ?

ইয়াসিন : তাহলে নীচে উপরে যারা আছে সবাইকে আমি কচু দেখাবো। ইলা, আমরা নরকের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবো। [অনীতা তীক্ষ্ণস্বরে হেসে উঠে। ইয়াসিনের কথা বন্ধ হয়ে যায়, সে বড়ো বড়ো চোখ করে তার দিকে চায়] ওটা কেমন ?

অনীতা : [তখনও হাসছে] ইলা যা বলেছে তা সে বোঝাতে চায়নি। এত বোকা হলে কি করে ? 'ইলা আমি কি কাপুরুষ ?' ভাবখানা এই যে সব শুনেছে সে।

ইলা : অনীতা, এতখানি স্পর্ধা হলো কি করে তোমার ? [ইয়াসিনকে] ওর কথায় কান দিয়ো না। তোমাকে বিশ্বাস করি এই যদি চাও, তাহলে আমাকে আগে বিশ্বাস করতে শুরু করো।

অনীতা : ঠিক ! ঠিক ! বিশ্বাস করো ! ও একটা পুরুষকে চায় —এ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারো ও চায় তার কোমরে একটা পুরুষের হাত, একটা পুরুষের ঘ্রাণ, একটা পুরুষের কামনায় জ্বলজ্বল দুটি চোখ। আর কিছু চায় না সে। তুমি শুনলে খুশী হবে জানলে ও তোমাকে সর্বশক্তিমান যোদ্ধা বলেই বসে থাকবে।

ইয়াসিন : ইলা, এটা কি সত্য ? জবাব দাও এটা সত্য ?

ইলা : কি শুনতে চাও বলো ? তুমি বুঝতে পারছ না, যে কথায় মাথামুণ্ডু নেই তার জবাব দেওয়া কি দুষ্কর ! [জুতো ঠুকে মাটিতে] জিনিসটা ঘোরালো করে ফেলছে···যাহোক, তোমাকে আমি তেমনি ভালবাসব, তুমি কাপুরুষ হলেও ! এটা কি যথেষ্ট নয় ?

[ক্ষণ বিরতি]

ইয়াসিন : [মেয়ে দুটোকে] তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে মারছো, তোমরা দুজনেই।

[দরজার কাছে এগিয়ে যায়]

ইলা : কি করছ ?

ইয়াসিন : যাচ্ছি।

অনীতা : [তাড়াতাড়ি] বেশী দূরে যেতে পারবে না। দরজা বন্ধ।

ইয়াসিন : খোলাই দরজা। [বেলে চাপ দেয়। বেল বাজেনা]

ইলা : প্লিজ ! প্লিজ !

অনীতা : [ইলাকে] চিন্তা করোনা, বৎস। ও ঘন্টা বাজে না।

ইয়াসিন : আমি বলছি, ওরা খুলবে। [দরজায় বাড়ি মারে] সহ্য করতে পারছি না, তোমরা অসহ্য আমার কাছে। [ইলা তার কাছে ছুটে যায়, সে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়] সরে যাও। তুমি ওর চেয়েও খারাপ। তোমার চোখের ফাঁদে আটকাতে চাই না। তুমি তন্বী, নম্র।। ধ্যুৎ! [দরজায় ধাক্কা দেয় আবার] ঠিক যেন অক্টোপাস। পতংগভুক বৃক্ষ।

ইলা : তোমার পায়ে পড়ি, পায়ে পড়ি ছেড়ে যেয়ো না আমাকে। প্রতিজ্ঞা করছি আর কথা বলবো না, তোমাকে কষ্ট দেবো না … … শুধু যেয়ো না। অনীতার সংগে একা থাকতে পারবো না, ওর থাবার বিরাট নখগুলো দেখা যাচ্ছে।

ইয়াসিন : নিজের চরকায় তেল দাও। তোমাকে এখানে আসতে বলিনি।

ইলা : ইস, এতো নীচ তুমি! হ্যাঁ, সত্যি তুমি একটা কাপুরুষ।

অনীতা : [ইলার কাছে গিয়ে] বেশ, নীড়ভ্রষ্ট চড়ুই আমার, এবার খুশী হয়েছ তো। ওর সংগে খেলার জন্য - - - আমার মুখে থুথু দিয়েছ অবশ্য, ওর জন্যই আমরা দুজনেই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু ও চলে যাচ্ছে আর কি মজার যাওয়া। এখানে এখন শুধু আমরা, মাত্র দুটি মেয়ে মানুষ।

ইলা : ওতে তোমার লাভ হবে না, দরজা খুললে আমিও চলে যাবো।

অনীতা : কোথায় ?

ইলা : জানি না। তোমার কাছ থেকে যতদূরে পারি চলে যাবো।

[ওদের কথার মধ্যে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে ইয়াসিন]

ইয়াসিন : খোল, দরজা খোল। আমি তোমাদের সব সহ্য করব, লাল টকটকে শিকের ছ্যাকা, তপ্ত শীসা, তোমাদের অত্যাচার, নির্যাতন, কাটা ছেঁড়া - - - সব শয়তানী নির্যাতন, পুড়ব, ছিঁড়ব, ছড়িয়ে যাব, যে-কোন শাস্তি দাও মাথা পেতে নেবো। সব, সব কিছু এই মানসিক যন্ত্রণার থেকে ভালো, এই অন্তর্জালা আমার স্বস্তি শান্তি আরাম সব কেড়ে নিয়েছে, ও অত্যাচার এর চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক নয়। [দরজায় হাতল ধরে চাপ দেয়] খুলবে দরজাটা ? [দরজা দড়াম করে খুলে যায় এবং প্রায় হুমড়ি খেয়ে মেঝের উপর পড়তে যায়] আঃ ! [দীর্ঘতর এক নীরবতা]

অনীতা : বেশ ইয়াসিন, তুমি যেতে পারো।

ইয়াসিন : [চিন্তান্বিতভাবে] আশ্চর্য লাগছে দরজাটা খুলল কেন ?

অনীতা : দাঁড়িয়ে আছ কেন ? দৌড়াও, চলে যাও।

ইয়াসিন : যাব না।

অনীতা : ইলা, তুমি ? [ইলা নড়ে না। প্রচণ্ড জোরে হেসে ওঠে অনীতা] তাহলে এবার ? কোনটা করবে ? আমাদের এই তিনজনের মধ্যে কে যাবে ? বাধা অপসারিত হয়ে গেছে, তবু দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

- - -কিন্তু কি অদ্ভুত পরিস্থিতি ! [চিৎকার] আমরা - - - অবিচ্ছেদ্য !

[পেছন থেকে ইলা লাফিয়ে তার কাছে চলে আসে]

ইলা : অবিচ্ছেদ্য ? ইয়াসিন তোমার হাতটা দাও। তাড়াতাড়ি করো। ওকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দড়াম করে দরজাটা ওর মুখের উপর লাগিয়ে দেবো। ঠেলাটা বুঝবে।

অনীতা : [ইলার সংগে ধস্তাধস্তি করতে করতে] ইলা, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে থাকতে দাও ! যাবোনা, আমি যাবোনা। বারান্দায় আমি যাবোনা।

ইয়াসিন : ছেড়ে দাও।

ইলা : তুমি একটা পাগল। ও তোমাকে ঘৃণা করে।

ইয়াসিন : ওর জন্যই আমি এখানে থেকে যাচ্ছি।

[ইলা অনীতাকে ছেড়ে দেয় তারপর হতভম্বের মতো ইয়াসিনের দিকে চেয়ে থাকে]

অনীতা : আমার জন্য ? [বিরতি] ঠিক আছে, বন্ধ করো দরজা। খোলার পর এটা দশগুণ গরম হয়ে গেছে। [ইয়াসিন গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়] আমার জন্য, তাই বললে না ?

ইয়াসিন : হ্যাঁ। তুমি, যাহোক, জানো কাপুরুষ হওয়া মানে কি ?

অনীতা : হ্যাঁ, আমি জানি।

ইয়াসিন : আর লজ্জা ভয় শয়তানী মানে কি তুমি জানো ? এমন দিন ছিল যখন তুমি তোমার মনের অন্তস্তলে

ডুব দিয়ে ছিলে, তারপর সেখানে যা দেখেছো তাতে ভয়ে তোমার পিলে চমকে উঠেছে। আর তারপর কি করবে তুমি বুঝতে পারো নি, আগের দিন যে ভয় পেয়েছিলে তার ব্যাখ্যাও করতে পারোনি। হ্যাঁ, তুমি জানো অন্যায়ের জন্য কি খেসারত দিতে হয়। আর তুমি যখন আমাকে কাপুরুষ বলেছ, তখন তুমি তোমার অভিজ্ঞতার আলোকে জেনেছ এর মানে কি। তাই না ?

অনীতা : হ্যাঁ।

ইয়াসিন : অতএব তোমাকেই আমার বোঝাতে হবে, তুমি আমারই মতো। তুমি কি মনে করেছিলে আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম ? আমার পরাজয়ের সমস্ত গ্লানিভার তোমার উপর চাপিয়ে, তোমাকে চিন্তার অথৈ সাগরে ফেলে আমি যেতে চাইনি।

অনীতা : তুমি কি সত্যি আমাকে বোঝাতে চাও ?

ইয়াসিন : ওটাই একমাত্র জিনিস যা আমি করতে চাই। ওদের কথা আর শুনতে পাচ্ছিনা। তার মানে ওরা আমাকে বুঝে ফেলেছে। চিরদিনের মতো। পর্দা পড়ে গেছে, পৃথিবীতে আমার জন্য আর কিছু রইলোনা, এমন কি কাপুরুষ নামটা পর্যন্ত নয়। অতএব, অনীতা, আমরা নিঃসঙ্গ। শুধু তোমরা দুজন আমার কথা ভাববার জন্য রইলে। ওকে··· ওকে ধর্তব্যের মধ্যে নেওয়া যায় না। শুধু তোমাকে নিয়েই আমার ভাবনা, তুমি আমাকে ঘৃণা করো। তুমি আমাকে বিশ্বাস করলে, আমি বেঁচে যাই।

অনীতা : এটা খুব সহজ হবে না। চেয়ে দেখো। আমার চিন্তাটা খুব স্থূল।

ইয়াসিন : যতটুকু সময় লাগে আমি দেবো।

অনীতা : হ্যাঁ, আমাদের হাতে অনেক সময়। অফুরন্ত সময়।

ইয়াসিন : [অনিতার ঘাড়ে হাত রেখে] শোন ! প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই একটা উদ্দেশ্য আছে, একটা মহৎ আকাঙ্ক্ষা আছে, তাই নয় কি ? আমি ধন-দৌলত বা প্রেমের জন্য থোড়াই পরোয়া করেছি। আমি সত্যিকার একজন মানুষ হতে চেয়েছিলাম। শক্ত সমর্থ যাকে বলে। একই ঘোড়ার উপর বারবার বাজী ধরেছি··যখন একটা মানুষ ইচ্ছে করেই বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে কি কাপুরুষ হতে পারে ? আর একটা কাজ দেখেই কি কাউকে বিচার করা যায় ?

অনীতা : কেন যায় না ? দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে তুমি নায়ক এই স্বপ্ন দেখেছ, হাজার হাজার সুযোগ নষ্ট করেছ···তোমার ধারণা ছিল তুমি নায়ক হবে আর নায়করা কোন অন্যায় করেনা। খুব সহজ উপায় অবশ্য। আর যখন সময় এলো তখন তুমি এর বিরুদ্ধে, বিপদের শেষ সংকেত পৌঁছে গেছে··· তুমি তখন বিদেশে পালাবার ট্রেন ধরলে।

ইয়াসিন : আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম বলছ? না, স্বপ্ন নয় ওটা। আমি যখন সবচেয়ে বন্ধুর পথ বেছে নিই,

তখন ইচ্ছে করেই বেছে নিই। মানুষ যা হতে চায়, সে তাই।

অনীতা : প্রমাণ করো। প্রমাণ করো ওটা স্বপ্ন ছিল না। যে যা করে সেটা তাই হয়, অন্য কিছু না, মানুষের নিজের ফল নিজেই সৃষ্টি করে।

ইয়াসিন : আমি এতো আগে মারা গেছি। আমাকে কাজ করার জন্য·· সময় দেয়া হয়নি।

অনীতা : কেউ আগেই মরে—কেউ অনেক পরে। তবু একজনের জীবন ঐ মুহূর্তেই পরিপূর্ণ হয়ে যায়, কি সে করেছে খতিয়ান করার জন্য, তাকেই চিহ্নিত করা হয় সুন্দরভাবে তুমি তোমার জীবন, আর কিছু নেই।

ইয়াসিন : কি বিষাক্ত তুমি! সব কিছুর জবাব দেওয়া সারা।

অনীতা : এবার! সাহস হারিয়ো না। আমাকে বোঝানো খুব কষ্টকর হবে না। উঠে দাঁড়াও, বাবা, যুক্তি ঠিক করো। [ইয়াসিন কাঁধ ঝাঁকায়] আচ্ছা আমি যখন বলেছিলাম তুমি 'যোগ্য', ঠিক বলিনি? এখন তার মূল্য তুমি দিতে যাচ্ছ, কি সে মূল্য! তুমি একটা কাপুরুষ, ইয়াসিন, কারণ আমি তাই চাই। আমি চাই·· শুনতে পাচ্ছ? আমি তাই চাই। আর তবু, চেয়ে দেখো, কত দুর্বল আমি, বাতাসে বিলীয়মান একটি শ্বাস, একটা দৃষ্টি তোমাকে দেখছে। আকৃতিহীন একটা ভাবনা তোমার কথা ভাবছে। [প্রসারিত হাতে ইয়াসিন তার দিকে এগিয়ে যায়] আঃ প্রসারিত দুটি হাত,

বিশাল দুটো হাত, শক্ত কঠিন পুরুষের হাত ! কিন্তু কি করবে মনে করছ ? হাত দিয়ে ভাবনাকে মুছে ফেলতে পারো না। অতএব তোমার পথ নেই, আমাকে বোঝাতেই হবে, আর জেনে রাখো তুমি আমারই করুণার উপর নির্ভরশীল।

ইলা : ইয়াসিন !

ইয়াসিন : কি ?

ইলা : প্রতিশোধ নাও।

ইয়াসিন : কি ভাবে ?

ইলা : আমাকে টেনে নাও প্রিয়তম, তারপর ওর ছটফটানি দেখো।

ইয়াসিন : ঠিকই, অনীতা, তোমার করুণার উপর নির্ভরশীল আমি ঠিকই, কিন্তু, তুমিও আমার করুণার উপর নির্ভরশীল।

[ইয়াসিন ইলার উপর নত হয়, অনীতা মৃদু চিৎকার করে ওঠে]

অনীতা : ওরে কাপুরুষ, দুর্বল হতভাগা, নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মেয়েদের কাছে ছুটে যাচ্ছ !

ইলা : কথাটা ঠিকই অনীতা, তবে তুমি চেঁচাও।

অনীতা : কি সুন্দর মাণিক জোড় ! ওর যে বিরাট থাবাটা তোমার পিঠের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, গায়ের উপর বুলাচ্ছে, সিল্কের উপর আদর করছে যদি একবার দেখতে পেতে।

ইলা : চেঁচাও, ছটফট করো, অনীতা, চেঁচাও…আরো জোরে চেপে ধরো প্রিয়তম ; আরো আরো ওতেই

ওর দম বন্ধ হয়ে আসবে আর খুব মজার কাণ্ড হবে!

অনীতা : হ্যাঁ ইয়াসিন, ও ঠিক বলেছে। তাই করো, চেপে ধরো জোরে, ভীষণ জোরে যতক্ষণ না দুজনের দেহ গলে এক হয়ে মিশে না যায়, একদলা উষ্ণ, স্পন্দিত মাংস—প্রেমের মহান প্রাপ্তি, তাইনা বন্ধু ঘুমের মতো অতল গহীন। কিন্তু তোমরা যেন ঘুমুতে না পারো সে চেষ্টা আমি করব।

[ইয়াসিন মৃদু নড়াচড়া করে]

ইলা : ওর কথা শুনোনা। আমার মুখের উপর তোমার ঠোঁট দুটো ধরো। আমি তোমার, তোমার, তোমার।

অনীতা : বেশ, তাহলে দেরী করছ কেন? ইয়াসিন ইলা যা বলছে করো। কি সুন্দর দৃশ্য! কাপুরুষ ইয়াসিন তার পুরুষালী বাহুতে শিশুহন্ত্রী ইলাকে জড়িয়ে ধরেছে! চালাও বাজী, চালাও। কাপুরুষ ইয়াসিন কি মহিলাটিকে চুমু খাবে, না সাহস পাচ্ছে না? বাজীটা কি? আমি দেখছি, সবাই দেখছে। আমি নিজে জনতা, জনতার শব্দ, শুনতে পাচ্ছ? ওরা বিড় বিড় করে কি বলছে, শুনতে পাচ্ছ ইয়াসিন? ফিস ফিস বিড় বিড় করছে, 'কাপুরুষ', কাপুরুষ! কাপুরুষ! হ্যাঁ ওরা তাই বলছে।…পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। তোমাকে আমি যেতে দেবনা। ওর ওই নরম অবুঝ ঠোঁট দুটো থেকে কি পাবে আশা

করো ? বিস্মৃতি ? কিন্তু আমি তোমাকে ভুলবনা, আমি না। 'আমাকে তোমার রাজী করাতে হবে।' অতএব এসো আমার কাছে, আমি অপেক্ষা করছি। এখনো এসো…দেখো কেমন অনুগত সে, কর্ত্রীর ডাকে শিক্ষিত কুকুর যেমন এগিয়ে আসে ও তেমনি চলে আসবে। ওকে ধরে রাখতে পারবে না, কখনো না।

ইয়াসিন : রাত কি আসবে না ?

অনীতা : কোন দিনই না।

ইয়াসিন : তুমি সব সময় আমাকে দেখবে ?

অনীতা : সব সময়।

[ইয়াসিন ইলাকে ছেড়ে ঘরের মাঝ বরাবর এগিয়ে যায়। ব্রোঞ্জের মূর্তিটার কাছে এগিয়ে যায়]

ইয়াসিন : ব্রোঞ্জটা। [চিন্তান্বিতভাবে টোকা দেয়] হ্যাঁ, এই হলো সময়, তাকের উপর এটার দিকে চেয়ে আছি, আর বুঝতে পারছি আমি নরকে আছি। শোন, সব কিছুই আগে ভাগেই ঠিক করে রাখা আছে। ওরা জানতো চুল্লিটার কাছে এভাবে দাঁড়িয়ে মূর্তিটায় টোকা দেবো, আর চোখগুলো স্থির নিবদ্ধ থাকবে আমার দিকে। বিব্রত করবে। [হঠাৎ সে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ায়] কি ? শুধু তোমরা দু'জন ? আমি ভেবেছিলাম অনেক আছে বুঝি, আরো আরো অনেক। [হাসে] তাহলে এটা নরক। কোন দিনই হয়তো বিশ্বাস

করতাম না। মনে আছে নির্যাতন কক্ষ, আগুন, যাঁতাকল, জ্বলন্ত শিক, এসব আগেই বলেছে আমাদের। সব অলস কাহিনী। উত্তপ্ত শিকের কোন প্রয়োজন নেই। নরক হচ্ছে···অন্য লোকেরা···

ইলা : প্রিয়তম, প্লিজ···

ইয়াসিন : [তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে] না, আমাকে একা থাকতে দাও। ও আমাদের দু'জনের মধ্যে আছে। ও যখন লক্ষ্য করছে তখন তোমাকে কিছুতেই ভাল বাসতে পারি না।

ইলা : ঠিকই, সে ক্ষেত্রে ওর চাওয়াটা বন্ধ করতে হবে।—এই যে ছুরিটা।

[কাগজ কাটা ছুরিটা টেবিল থেকে উঠিয়ে নেয়, অনীতার দিকে ছুটে যায়, তাকে কয়েক বার আঘাত করে]

অনীতা : [ধস্তাধস্তি করে এবং হাসে] কিন্তু, বুদ্ধিনাশা জীব, কি করছ, হিসেব করছ ? খুব ভাল করেই জানো আমি মৃত।

ইলা : মৃত ?

[ছুরিটা ফেলে দেয়। বিরতি। অনীতা তুলে নেয় বিমর্ষভাবে নিজেকে আঘাত করে]

অনীতা : মৃত ! মৃত ! মৃত ! ছুরি, বিষ, দড়ি···সব অর্থহীন। অনেক আগেই তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, বুঝলে ? চিরদিনের মতো ফুরিয়েছে। তাই। আমরা সবাই এখানে, চিরকালের জন্য। [হাসে]

ইলা : [হো হো করে হেসে ওঠে] চিরকালের জন্য। হায় আল্লা, কি অদ্ভুত ! চিরকালের জন্য।

ইয়াসিন : [মেয়ে দুটোর দিকে তাকায়, সেও হাসিতে যোগ দেয়] চিরকাল, চিরকাল, চিরকাল।

[নিজের নিজের সোফায় ধপাস করে বসে পড়ে। দীর্ঘ স্তব্ধতা। ওদের হাসি মিলিয়ে যায়, আর ওরা একে অন্যের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে]

ইয়াসিন : বেশ, এটাই মানিয়ে নিই আমরা……।